প-১৭৪
৩৭৪

উপহার।

—•—

দ্বর

শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ বসু

মহাশয় বরাবরেষু।

আপনার যত্ন, উদ্যোগ, উপদেশ ও হৃদগত-
ব সমূহের সাহায্যে এই "নন্দ-বিদায়" পুস্তক-
নি প্রণয়ন করিয়া আপনার করকমলে অর্পণ
রিলাম; সাদরে গ্রহণ করিলেই, আপনাকে
ার্থ বোধ করিব।

৪এ ভাদ্র,
২৯৫ সাল।

শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়,
তারক চাটুর্য্যের লেন,
কলিকাতা।

THE BAGBAZAR READING ... 1893. CALCUTTA

নন্দ-বিদায় নাটক।

প্রস্তাবনা।

কৈলাস পর্ব্বত—প্রসূন-কানন।

(হর-পার্ব্বতী আসীন—স্থানে স্থানে নায়িকাগণ দণ্ডায়-মান, মহাদেব ভগবতীকে পুষ্পাভরণে ভূষিত করিয়া অনিমিষ নয়নে দৃষ্টিপাত।)

পার্ব্ব। দেবাদিদেব! তুমি বিশ্ববীজ হ'য়ে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থির ভাবে কি দেখ্‌ছ?

মহা। দেবি! তোমার এই অনুপম মোহিনীমূর্ত্তি। আমি অনিমিষ নয়নে যতই তোমার রূপ-মাধুরী দর্শন কচ্চি, ততই আরো বিমোহিত হচ্চি, কিছুতেই পরিতৃপ্ত হচ্চি না। সিদ্ধেশ্বরি! তুমি কৃপা ক'রে আমার সকল মনোরথ পূর্ণ ক'রেছ, এখন আর একটী মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌লেই আমি কৃতার্থ হই।

পার্ব্ব। আশুতোষ! তোমার কি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোর্‌ব?

মহা। প্রসন্নময়ি! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে থাক, তবে আমার এই মনোভিলাষ যে, আমরা বিপরীত ভাবে অবনীতে অবতীর্ণ হই। তুমি আমার প্রাণবল্লভ হও, আর আমি তোমার মনোহারিণী রমণী হ'য়ে জগতে অনুপম প্রেম-লীলা প্রচার করি।

পার্ব্ব। দেব! সে সময় সত্বরেই সমুপস্থিত হবে। ভগবান বিষ্ণু ও আমা কর্ত্তৃক যে সকল অসুরেরা বিনষ্ট হ'য়েছে, তাহারা

ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে অত্যন্ত অনিষ্ট কোচ্চে; ধরা আর তাহাদের পাপ দেহভার সহ্য কর্ত্তে পাচ্চেন না, আমি ত্বরা পূর্ণব্রহ্ম ভাবে নব-ঘন-শ্যাম কৃষ্ণরূপে সংসারে অবতীর্ণ হব, তুমিও স্বকীয় অংশ প্রভাবে আমার স্ত্রী-দেহ ধারণ ক'রে পৃথিবীতে আবির্ভূত হবে।

মহা। দুর্গে! তুমি কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হ'লে আমিও নারী মূর্ত্তিতে তোমার সহিত বিহার কোর্‌ব। অর্দ্ধ অংশে তোমার অঙ্গের আধা রাধারূপে জন্মগ্রহণ ক'রে সংসারে কৃষ্ণপ্রেম প্রচার কোর্‌ব, আর অপর অর্দ্ধ অংশে রুক্মিণী ও সত্যভামা প্রভৃতি অষ্ট মূর্ত্তিতে তোমার অষ্ট মহিষী হ'য়ে তোমার সহিত বিহার কোর্‌ব; আর আমার ভৈরবগণেরাও কৃষ্ণ-বিলাসিনী হ'বে।

পার্ব্ব। মহাদেব! আমারও জয়া বিজয়া প্রভৃতি প্রিয় নায়িকাগণেরাও শ্রীদাম, সুদাম আদি ব্রজ-বালকরূপে আমার সহিত লীলা কোর্‌বে। মহেশ্বর! পূর্ব্বকালে ভগবান নারায়ণ আমার নিকট অঙ্গীকার করেছিলেন যে, আমি পুরুষরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হ'লে তিনি বলরাম রূপ ধারণ ক'রে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর হ'য়ে সতত আমার হিতকারী ও প্রিয়কারী হ'বেন।

(বীণা হস্তে নারদের প্রবেশ।)

নারদ। গীত।

পার্ব্বতী পরমেশ্বর, পরমা প্রকৃতি পুরুষ সুন্দর।
সেতুরূপে বিরাজিত চরাচরে তোমা দোঁহে॥
কৈলাসে, গোলোকে, ব্রহ্মলোকে, স্বরগ, মরত, পাতালেতে,

ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে, ব্রহ্মাণ্ড বাহিরে,
কোথা কবে স্থিতি কে জানে তাহে ॥
কভু হরিহর, দুর্গা দিগাম্বর,
বৃষভানুসুতা মোহন বংশিধর ;
স্বরূপ রূপ তোমা দোঁহাকার,
সংসার মাঝারে কে জানে তাহে ॥
প্রণত জন জননী জনক, ভবার্ণব ভেলা সংসার পালক ;
বিতর করুণা হে দীনতারক, দেবদম্পতি মিলি দোঁহে ॥

পার্ব্ব। এস বৎস নারদ, এস এস। এই রত্নবেদীপরি উপবেশন ক'রে শ্রান্তি দূর কর, আর সংসারের কুশল সংবাদ বলে আমাদের পরিতুষ্ট কর।

নার। দয়াময়ি! যদি সন্তানের মুখ হ'তে শুন্‌তে নিতান্ত বাসনা হ'য়ে থাকে, তবে বলি শুনুন। অসুরেরা দুষ্ট ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে ধরাকে রসাতলে দিবার কল্পনা ক'রেছে সম্প্রতি বলদর্পিত কংশ প্রভৃতি কতকগুলি দুর্দ্দান্ত দৈত্যের ঘোর অত্যাচারে তোমার পাতান সংসার ছারখার হবার উপক্রম হ'য়েছে, সত্বর তাদের নিহত করুন। পদ্মযোনি ধরণীর দুঃখে মর্ম্ম পীড়িত হ'য়ে দেবগণের সহিত সত্বর তোমার চরণপ্রান্তে মনোবেদনা নিবেদন কোর্‌তে আস্‌বেন।

পার্ব্ব। নারদ! তাঁদের আর এ পর্য্যন্ত আস্‌বার প্রয়োজন নাই। তাঁদের মনের ভাব বুঝতে পেরেই পৃথিবীতে পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ কোর্‌ব বোলে আমি মহেশ্বরের নিকট এইমাত্র স্বীকার করেছি।

নারদ। সে কি মা! আপনি পরমা প্রকৃতি হ'য়ে পুরুষ জন্ম ধারণ কোর্‌বেন কেমন ক'রে?

পার্ব্বতী। হাঁ নারদ, স্ত্রী মূর্ত্তিতে আমি কখন তাদের সংহার কোর্‌ব না। সেই অসুরেরা আমার উপাসক, আমার স্ত্রী মূর্ত্তি দেখ্‌লে পদতলে পোড়ে ক্রন্দন কোর্‌বে, তা হ'লে আর তাদের বধ কোর্‌তে পার্‌ব না।

নারদ। মাগো! তবে তোর স্ব-রূপ কিরূপে গোপন কোর্‌বি?

মহা। নারদ! তুমি কি আমার দুর্গার স্ব-রূপ জান্‌তে পেরেছ? কখনই নয়, তা হ'লে এমন কথা তুমি জিজ্ঞাসা কোর্‌তে না।

পার্ব্বতী। ভোলানাথ! সন্তান কি কখন মা বাপের স্ব-রূপ জান্‌তে পারে? তাদের দেখিয়ে দিতে হ'বে, শিখিয়ে দিতে হ'বে, বুঝিয়ে দিতে হ'বে; তবে তো তারা জান্‌তে পার্‌বে! (নারদের প্রতি) বৎস, তুমি আমার ভদ্রকালী মূর্ত্তি দেখেছ, সেই নবীনা নীরদ মূর্ত্তিতে নব নটবর শ্রীকৃষ্ণরূপে বসুদেব গৃহে দেবকীর জঠরে জন্মগ্রহণ কোর্‌ব, মুণ্ডমালা পরিত্যাগ করে বনমালা ধারণ কোর্‌ব, পীনস্তনদ্বয়কে শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ রত্নে পরিণত কোর্‌ব, করাল অসিকে মোহন বাঁশী ক'রে প্রণব গানে সংসার মাতাব। কটিতটের নরকরশ্রেণী কিঙ্কিনী হ'বে। কেবল চরণের নূপুর-যুগলকে পরিবর্ত্তন কোর্‌ত্তে পার্‌ব না।

নারদ। কেন মা, যদি সব পার্‌লি তো ওটী পার্‌বিনি কেন?

পার্ব্ব। নারদ রে! চরণ যুগল যে আমি ভক্তকে দিয়েছি, তাতে তো আর আমার অধিকার নাই। তাতে আবার নূপুর আমার চরণের শরণাগত হ'য়েছে, তাই নূপুর পরিত্যাগ কোর্‌তে পার্‌ব না।

নারদ। মাগো! তোর সেই নবঘনশ্যাম মূর্ত্তি যে ধ্যানেও ধারণা কোর্‌তে পাচ্চি না।

নায়িকাগণ।   গীত।

ঋষি, জ্ঞানে কি ধ্যানে জান্‌বে কেমনে
মায়ের অপার মহিমা ভক্তি বিনে।
মোরা দিবা নিশি পূজে যুগল চরণ,
জেনেছি যা, তাই তোমারে বলি।
সাজ্‌বেন বৃন্দাবনে শিব রাই কিশোরী॥
অসি ফেলে, বাঁশী ধোরে,
হবেন্ নটবর শ্যাম, মোদের শ্যামা সুন্দরী॥
মোরা রাখাল সাজিয়ে, ধেনুপাল নিয়ে,
ফিরাব বনে বনে, রাখালরাজ-সনে;
দিব এঁটো মিঠে ফল শ্রীমুখে যতনে,
প্রেমেতে মাতিব সব সহচরী॥
হবে শ্যাম সোহাগিনী ভৈরবগণে,
মদনে মাতাবে মদনমোহনে;
কখন চরণে ধরাবে, কখন প্রহরী সাজাবে,
কখন কেড়ে লবে মোহন বাঁশরী;

কখন মধু-বৃন্দাবনে, কখন নিকুঞ্জ কাননে,
কখন বংশি বট মূলে, কখন যমুনা পুলিনে ;
হেরব নয়ন ভোরে মনের সাধে
যুগল রূপের মাধুরী।

প্রস্তাবনা সমাপ্ত।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজ-সভা।

(কংস ও মন্ত্রী।)

কংস। মন্ত্রি! ঐ দেখ, ঐ দেখ! আবার সেই বিন্ধ্যাচলের ভীষণ দৃশ্য! আবার সেই অষ্টভুজার অট্টহাসি!!! ওই শোনো ওই শোনো!! গভীর জলদ গর্জ্জন স্বরে বল্‌ছে, "ওরে দুষ্ট কংস! তোর বধকর্ত্তা নন্দালয়ে পরিবর্দ্ধিত হচ্চে।"

মন্ত্রী। মহারাজ! ও অলীক আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন। দুর্জ্জনেরা চক্রান্ত ক'রে আপনার মনে কুসংস্কার জন্মে দিয়েছে, তাই আপনি এই বৃথা বিভীষিকা দর্শন কোর্‌চেন্। যখন বাহুবলেন্দ্র জরাসন্ধ আপনার সহায়,—সম্বর, নরক ও বাণ আপনার মিত্র, তখন অভাবনীয় চিন্তাকে মনোমধ্যে প্রশ্রয় দিয়ে কেন বৃথা কষ্ট ভোগ করেন্? বিমূঢ়চেতারাই দৈবের

কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করে, কিন্তু ধীমানেরা পুরুষত্ব দ্বারা দৈবকে দাসীর ন্যায় আপন আয়ত্বাধীনে রাখে।

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। গীত।

কাল ভয় হর হে, কাল ভয় হর, শশাঙ্ক শেখর।
পঞ্চ আনন, পরম ঈশ্বর, ফুল্ল বদন, ফনিন্দ্র ভূষণ,
ব্যোমকেশ, বৃষভ বাহন; বিশ্ববীজ, বিকৃতি হরণ,
মহারুদ্র, দিগম্বর॥
নীল-কণ্ঠ ব্যালমাল, অঙ্গে উঢ়ে দ্বিরদ ছাল;
জয় যোগেশ, মহাকাল, বিশাল জটা গঙ্গাধর॥

কংস। ঐ যে দেবর্ষি আস্‌ছেন, ভালই হ'য়েছে, উনিই আমার মনোবেগ শান্তির উপায় উদ্ভাবন কোর্‌বেন। আসুন দেবর্ষে! অর্ঘ্যমালা, মধুপর্ক গ্রহণ ক'রে এই আসনে উপবেশন করুন।

নারদ। তা যেন কল্লেম; কিন্তু মহারাজ! তোমার জন্য ভেবে ভেবে আমার আর দিন্ রাত্ ঘুম্ হচ্চে না।

কংস। দেবর্ষে! আপনি আমাকে স্নেহ করেন, তাই আমার জন্য এত ভাবেন।

নারদ। অসুর শ্রেষ্ঠ! তুমি দেব-চক্রান্তে বিমোহিত হ'য়েছো, তাই কিছু জান্‌তে পার্‌ছ না। দেবকীর অষ্টম গর্ত্ত সম্ভূত সন্তান তোমার যম। কিন্তু তুমি ভ্রমে পোড়ে যশোদা নন্দিনীকে দেবকীর অষ্টম গর্ত্ত সম্ভূত কন্যা মনে ক'রে বিন্ধ্য-

শিলায় নিক্ষেপ কোরেছিলে। বসুদেব তোমার ভয়ে ভীত হ'য়ে, তাঁর প্রথম সন্তান রোহিণীনন্দন বলদেবকে আর দেবকীর অষ্টম গর্ভ সম্ভূত কৃষ্ণকে গোকুলে মিত্রবর নন্দের হস্তে সমর্পণ করেন। তারা নন্দালয়ে অমীত বলশালী হ'য়ে পরিবর্দ্ধিত হ'চ্চে। আর নিয়ত দুর্দ্দান্ত অসুরগণকে অবলীলাক্রমে বিনাশ কোর্‌চে।

কংস। (অসি নিস্কাষণ করিয়া) কি! দুরাচার বসুদেব আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে আমার বিপ্রিয়াচরণ কোর্‌ছে, আমি এখনি সেই বিদ্বেষকারীর প্রাণ বধ কোর্‌ব।

নারদ। মহারাজ! উতলা হবেন না, উতলা হ'য়ে কোন কার্য্য কল্লে তাহা কখনই সিদ্ধ হয় না। তুমি যদি বসুদেবকে বধ কর, তা হ'লে আর কৃষ্ণ বলরামকে দেখ্‌তে পাবে না, তারা তখনি পলায়ন কোর্‌বে।

কংস। (অসি কোষস্ত করিয়া) তবে, দেবর্ষে! এখন কি করা কর্ত্তব্য আপনি নির্দ্দেশ করুন।

নারদ। মহারাজ! তুমি ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন ক'রে বীরেন্দ্র কেশরী অসুরগণে মিলিত হ'য়ে—কৃষ্ণ ও বলরামকে আভীর পল্লি হ'তে আমন্ত্রণ ক'রে এনে, আপন অভিষ্ট সাধন কর। আর দেখ, কৃষ্ণ বলরামকে আন্‌তে অপর লোককে পাঠিও না, তা হ'লে তারা কখনই আস্‌বে না! কোন বিশ্বস্ত বৈষ্ণবকে পাঠালে কার্য্য সিদ্ধি হ'বে। আমি তবে এখন বিদায় হই। দেখ, যা বল্লেম তা যেন বিস্মৃত হয়ো না।

কংস। না দেবর্ষে! তা কখনই বিস্মৃত হব না।

[একদিকে নারদ ও অপরদিকে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(কংসের সহিত অক্রূরের প্রবেশ।)

কংস। যদুবর! তুমি আমার পরম মিত্র, আজ একটী বন্ধুর কার্য্য কর। হে ভদ্র! ভোজবংশ ও বৃষ্টিকুলে তোমাপেক্ষা আর কেহই আমার হিতকামনা করে না। বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ ক'রে দেবরাজ যেমন স্বার্থসিদ্ধি করেন, আমিও তেম্‌নি তোমার সহায়ে কার্য্য সাধন কোর্‌তে অভিলাষ ক'রে থাকি। মিত্রবর! তুমি নন্দালয়ে গমন ক'রে ত্বরায় রামকৃষ্ণকে আমার নিকট আনয়ন কর। দেবগণ ষড়যন্ত্র ক'রে আমার মৃত্যু কামনা ক'রে ঐ বালকদ্বয়কে সৃজন কোরেছে, তাদের বধ কোর্‌তে পাল্লে আমি নিষ্কণ্টক হ'ব। অতএব তুমি অবিলম্বে ব্রজে গমন ক'রে—ধনুর্যজ্ঞ ও মথুরার শোভা সন্দর্শনচ্ছলে সেই দুরাত্মা বালকদ্বয়কে আনয়ন কর।

অক্রূর। মহারাজ! আপনি বিবেচনা করে যা স্থির কোরেছেন তা সৎযুক্তিই বটে। সেই বালকদ্বয়কে বধ কোল্লেই যদি আপনি কাল কবল হ'তে পরিত্রাণ পান, তবে অবিলম্বে আপনার কার্য্য সাধনার্থ গমন করি।

[উভয়দিকে উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সরোবর পুলিন—লতামণ্ডপ। কৃষ্ণ ও রাখালবালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ। গীত।

প্রাণ কানাই, প্রাণ পেনুরে ভাই,
তোর গুণে আজ বিজবনে।
মরিতাম নহেরে সবে অজগরের বদনে॥
আহা বিশাল ললাটে ঘাম ঝুরে,
সাধের অলকা মুছিয়ে গেল রে ;
(প্রাণে মরি তোরে কাতর দেখে,)
(একবার হাসিমুখে বাজাও ভাই বাঁশি,)
ক্লেশে কাজ নাই, আয় আয় ভাই,
কর শ্রম নাশ, বসি এখানে॥
(তোর মুখ শশি আজ শুখায়েছে,)
(যেন পূর্ণচন্দ্র মেঘে ঢেকেছে।)

কৃষ্ণ। আহা দেখ্ দেখ্ ভাই! স্থানটী কেমন মনোহর, এখানে এসেই আমাদের শরীর স্নিগ্ধ হ'ল। আয় ভাই, ঐ লতামণ্ডপে বসে বন-ভোজন করি, বেলাও প্রায় শেষ হ'য়ে এল।

শ্রীদাম। তবে আমি ভাই, সরোবর থেকে কতকগুলি পদ্মফুল তুলে আনি।

[প্রস্থান

সুদাম। আমি ভাই বাছুরগুলিকে ততক্ষণ জল খাইয়ে ওই ক্ষেতের ধারে বেঁধে আসি।

[প্রস্থান।

(পদ্ম লইয়া উভয়ের প্রবেশ ও কৃষ্ণকে সাজাইয়া দেওন।)

সুদাম। আহা, দেখ্ ভাই! ফুল সাজে আজ রাখাল-রাজা কেমন সেজেছে! বলাই দাদা দেখ্‌লে কত সন্তুষ্ট হ'তো।

কৃষ্ণ। ভাই, তবে আয়, আমরা সকলে বন ভোজন করি।

১ম। (খাইতে খাইতে) ভাই, আমার মা কেমন হরিভোগ করেছে দ্যাখ্। কানাই! তুই ভাই একটু খা। (কৃষ্ণের বদনে প্রদান।

২য়। এমন মোহনপুরি কখন দেখেছিস্? (কৃষ্ণের বদনে প্রদান)

৩য়। (ফল খাইতে খাইতে) বড় মিষ্টি মধুর তার, কানাই! খা ভাই খা। (কৃষ্ণের বদনে প্রদান)

(অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে ব্রহ্মার প্রবেশ।)

ব্রহ্মা। এ্যাঁ, একি! আমার ভ্রম হ'ল? যে চরাচর গুরু হরিকে সিদ্ধচারণগণ যজ্ঞ অগ্রভাগ প্রদান করে, আজ

তিনি কি না উচ্ছিষ্ট গোপান্ন ভক্ষণ কোর্‌চেন! ইনি কি যথার্থই সেই সচ্চিদানন্দ, না নন্দ গোপ-নন্দন! যাই হোক্, আমাকে ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখতে হ'ল।

[প্রস্থান।

১ম। (নেপথ্যে নিরীক্ষণ করিয়া) একি, কৈ—বৎসতরি কোথা গেল।

কৃষ্ণ। ভাই! স্থির হ'য়ে ব'সে তোম্‌রা খাও, আমি খুঁজে আসি।

[প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

বন।

(কৃষ্ণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। তাই তো, তন্ন তন্ন ক'রে সমস্ত বন অন্বেষণ কোর্‌লেম, বৎসগণের তো কোন অনুসন্ধান হ'ল না! কৈ, সেই সরোবরই বা কোথা? একি, একি! কোন অসুর মায়াতে অভিভূত কোর্‌লে নাকি? আমি তবে আমার শ্যামলি, ধবলি ও রাখালগণকে একবার ডাকি।

গীত।

ধু ধু ধু ধু শ্যামলি ধবলি, তোরা কোথায় গেলি।
আমার বেনু-রব শুনে কোথায় রহিলি ॥
(আয় আয় রে, হেথা নব শ্যামল তৃণ আছে,)

হেথা বংশীবট ছায়া আছে,
হেথা তোদের মন ভুলান বাঁশী আছে।
কোথা ভাই রাখালগণ, দেরে আসি দরশন,
আমি খুঁজিতেছি অনেকক্ষণ, তবু কেন না আইলি॥
(আয় আয় ভাই, হেথা যমুনা পুলিন আছে,)
(হেথা তোদের মনমত বন ফুল ফুটেছে,)
(হেথা তোদের সাধের রাখালরাজা আজি)
(একেলা দাঁড়ায়ে আছে।)

(সহাস্যে) না না, এ দৈব মায়া নয়। ব্রহ্মা আমার যথার্থ তত্ত্ব অবগত না হ'য়ে আমাকে পরীক্ষা কর্‌বার জন্য বৎসগণ ও ব্রজবালকদের অপহরণ কোরেছেন। সৃষ্টিধর আমাকে মায়াতে অবিভূত কোরবেন মনে কোরেছেন ; কিন্তু ব্রহ্মা এটী জানেন না যে, আমি মায়াতীত, সকলেতেই অবস্থান করি, যেমন পদ্ম-পত্রের গায়ে জল লাগে না—তেম্‌নি মায়া আমাকে আশ্রয় ক'রে আছে—কিন্তু আমি মায়াতে নাই। সুধু ভক্তের জন্য কখন কখন আমায় গুণময় হ'তে হয়। আচ্ছা, আমিও এ বিষয়ে ব্রহ্মাকে কিছু শিক্ষা দিইগে।

[প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

গোবর্দ্ধন পর্ব্বত।

(ব্রহ্মার প্রবেশ।)

ব্রহ্মা। তাই তো! একি চমৎকার ব্যাপার! আমি স্বহস্তে গোপাল ও গোবৎস অপহরণ ক'রে গিরি-গুহায় সংরক্ষিত

কোরেছি; কিন্তু অদূরে শ্রীনিবাস এই সমস্ত ল'য়ে বিহার কোরছেন। (অগ্রসর) অ্যাঁ! একি! আমি কে? কোথায় এলেম! অদ্ভুত পুরী!—অদ্ভুত পুরী!! আমি চতুরানন ব্রহ্মা, একি! পুরবহির্ভাগে দশানন, শতানন, সহস্রানন কোটী কোটী ব্রহ্মা অবস্থিত! এ কার পুরী!—এ কার পুরী! কোন্ স্থান!—কোন্ লোক? আহা, আমি বিমূঢ়চেতা, বিশ্বমূলাধারকে পরীক্ষা কোর্‌তে গিয়ে আমার এই দুর্দ্দশা ঘটেছে। হরি! হরি! ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। তুমি এক হ'য়ে বহুরূপ ধারণ ক'রে সংসারে বিহার কোর্‌চ, জগৎ সংসার তোমার অনন্ত মায়ায় আচ্ছন্ন। দর্পহারি! আমি অহঙ্কার ক'রে তোমাকে মায়া দেখাতে গিয়েছিলেম, তাই সমুচিত ফল ভোগ কোর্‌চি। হে দয়াময়! এ দারুণ দুর্দ্দশা হ'তে আমায় মুক্ত কর। আমি যে অবস্থায়—যে দেহে—যে লোকে—যখন জন্মগ্রহণ কোর্‌ব, যেন তোমাকে বিস্মৃত না হই। হে অনন্ত শক্তির আধার! তুমি সূত্রধাররূপে যখন যাহাকে যে ভাবে চালনা কর, সে তোমার মায়ায় আত্ম বিস্মৃত হ'য়ে পুত্তলিকার ন্যায় কার্য্য করে। হে বিশ্বভাবন! জন্ম-মৃত্যু-বর্জ্জিত পরমাত্মা! তোমাকে নমস্কার।

(কৃষ্ণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। পদ্মযোনি! তুমি তাপস-শ্রেষ্ঠ হ'য়েও যখন আমাকে সম্যকরূপে বিদিত হ'তে পাল্লে না, তখন যেন তোমার এটী ধারণা থাকে যে, আমি বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়াদির অতীত, কেবল ভক্তিতেই আবদ্ধ থাকি। ভক্তিই মুক্তির নিদান। ভক্তের

নিকট আমি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হই। এই ব্রজবাসীদের মত আমার আর কে ভক্ত আছে? এদের মত পূর্ণভাবে কে আমায় ভালবেসে জান্‌তে পেরেছে? আমিও তাই ওদের পূর্ণভাবে ভালবাসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গৃহ।

(যশোদা ও রোহিণী।)

যশোদা। রোহিণী দিদি! আমার মন যে আর কিছুতেই স্থির হচ্ছেনা, যেন চারিদিক শূন্যাকার দেখ্‌ছি।

রোহিণী। ভগ্নি! তুমি রাত্রিতে যে দুঃস্বপ্ন দেখেছ, তাতে যে চারিদিক শূন্যাকার দেখ্‌বে তার আর আশ্চর্য্য কি?

যশোদা। দিদি! কে যেন ছলনা ক'রে আমার গোপালকে অপহরণ কোর্‌তে এসেছে, আমি অম্‌নি তাড়াতাড়ি ক'রে গোপালকে বুকে ক'রে সেখান থেকে অন্য স্থানে পালিয়ে গিয়ে নবনী সর মাখন হাতে ক'রে গোপালকে খেতে বল্লেম্; কিন্তু গোপাল আমার কিছুতেই খেলে না। হাঁ দিদি! আমি সত্যই কি গোপালকে হারাব?

রোহিণী। বালাই—বালাই। নীলমণিকে তুমি অত্যন্ত স্নেহ কর, রাত দিন তার কথা লোকের কাছে শোন, মনে মনে

সদাই তাকে ডাক, আর তার বিষয় সর্ব্বদা চর্চ্চা কর ব'লেই, সেই আদরের ধন নীলরতনকে স্বপ্নে হারাবার আশঙ্কায় তোমার মন এত চঞ্চল হ'য়েছে। বালাই, হারাবে কেন?

যশোদা। না ভগ্নি! তা নয়। আমার গোপালও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চোম্‌কে উঠেছে, আমি ষাঠ্‌ ষাঠ্‌ বলে থামিয়েছি, আজ আমি আমার গোপালকে আর চক্ষের আড় কোর্‌ব না। দিদি! তুমি এখন এস, ঐ রাখাল-বালকেরা আস্‌ছে, আমি ওদের শান্তনা ক'রে বিদায় করি, গোপালকে আজ্‌ আর আমি গোচারণে পাঠাব না।

[রোহিণীর প্রস্থান।

(ব্রজবালকগণের প্রবেশ।)

ব্রজবালকগণ। গীত।

হোঃ হোঃ হোঃ বেনুর রব বিনে,
ধেনু না ফেরে বিপিনে।
বিষাদিত রাখালগণে, না বহে নদী উজানে ॥
নীরব যত শুক শারী, নাচে না ময়ূর ময়ূরী,
ভ্রমর না বসে উড়ি, ফুল্ল-ফুল-বনে ॥
উঠরে নন্দ-দুলাল, আয়রে কানায়ে লাল,
না যায় ধেনুর পাল, গোঠেতে, ভাই, তোমা বিনে ॥

যশোদা। গীত।

তোরা যারে ব্রজবালক,
পাঠাব না গোপালে বনে, আর গোচারণে।

রাখালগণ। গীত।

কেন মা কেন মা বল, পাঠাবি না তোর দুলাল,
বনেতে গো গোচারণে॥

যশোদা। গীত।

ফিরি নিতি নিতি, বাছা বনে বনে,
বিবাদে অসুর অনুচর সনে;
গোপাল ঘুমায়ে ঘুমায়ে চম্‌কে উঠেরে,
তাই তায় পাঠাব না আর বনে॥

রাখালগণ। গীত।

তোর পায়ে পড়ি একটী কথা শোন মা ওগো নন্দরাণী,
মোদের বুদ্ধিবল মনপ্রাণ তোর সে নীলকান্তমণি;
তারে ছেড়ে কেমন ক'রে যাব গোচারণে বল্‌গো শুনি॥
একটু এগিয়ে এসে দেখ্‌গো মা তুই ঐ দিকে,
ঐ দেখ্, শ্যামলি ধবলি ঊর্দ্ধ মুখে
চেয়ে তোর ভবনের দিকে;
তারা বনেও যাবে না, তৃণও ছোঁবে না,
না শুনে কানুর বেণুর ধ্বনি॥
আর একটী কথা শোন্ গো জননি,
বনে আসি সিংহ-বাহিনী এক রমণী;
কোলে ল'য়ে তোর নীলমণি,
আদরে স্তন পান করায় গো মা॥

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। মা, মা! গোষ্ঠে যাবার বেলা হ'ল, রাখালেরা এসে ডাক্‌ছে, ঐ দেখ্, আমার শ্যামলি ধবলি ঊর্দ্ধ মুখে রয়েছে, আমাকে কি ডেকে দিতে নাই? মা! রাখালদের সঙ্গে কি বল্‌ছিলি? আর আমায় গোষ্ঠে যেতে দিবিনি? কেন মা যেতে দিবিনি?

যশোদা। বাপরে ব্রজবালকগণ! তোরা সকলে মিলে গোপালকে নিয়ে গোচারণে যাবি বোলে গোল ক'রে আমার গোপালের ঘুম ভাঙিয়ে দিলি, দেখদেখি, তোরা এসে গোল না কোর্‌লে তো আমার গোপাল উঠ্‌তো না, ঘুমিয়ে থাকৃত।

শ্রীদাম। মা গো! তোর গোপালকে পাবার জন্য আমরাই কি শুধু গোল কর্‌ছি? মা গো! ত্রিভুবনের লোক যে তোর গোপালকে পাবার জন্য গোল কর্‌চে, তাতে কি আর তোর গোপালের ঘুমাবার যো আছে যে ঘুমুবে?

যশোদা। গোপালরে! তোর নিদ্রা ভঙ্গ হ'য়েছে? বাপ! তোরে চূড়া ধড়া কে বেঁধে দিলে?

কৃষ্ণ। মা! আমি তোর কাছ থেকে শিখেছি যে! আমি আপনি তাড়াতাড়ি ক'রে বেঁধে এসেছি। মা ভাল হয়নি, তুই বেঁধে দেনা। আর তুই তো জানিস মা, আমি আপনি কিছুই সাজ্‌তে পারিনে, আমাকে ভালবেসে যে যা দিয়ে সাজিয়ে দেয় আমি তাই আদর ক'রে পরি, তাতে আবার এখানে রাখালেরা আমায় ডাক্‌ছিল, তাই ধড়া চূড়ার দিকে এত মন ছিল না।

যশোদা। গীত।

নীলমণি! তোরে ডাক্‌লে যদি যাস্ ভুলে,
আর কিছু তোর থাকে না মনে।
তাই আমি তোকে বলি, শোন্ বাপরে আমার,
আজ্ আর তুই যাস্‌নে গোচারণে॥
গোপাল রে! আমি শুনেছি,
কে নাকি এসে বনে, স্তন দেয় তোর চাঁদবদনে;
এমন্ কাজ্ করিস্‌নি—করিস্‌নি—করিস্‌নি।
সে সামান্যি মেয়ে নয়, হয় যোগিনী নয় মায়াবিনী;
আর তার কাছে যেওনারে॥

কৃষ্ণ। হাঁ মা, আমি তাঁকে বেশ জানি। তাঁর মত মায়াবিনী আর সংসারে দুটী নাই, তিনি সকলকেই মায়াতে আচ্ছন্ন করেন, কেবল আমাকেই একা আচ্ছন্ন করেন্‌নি। আর মা তুই যে যোগিনী বলছিস্ তা বোধ হয় সত্য, কেন না তাঁকেই হয় তো তোরা যোগমায়া বলিস।

যশোদা। কৃষ্ণরে! সে যাই হোক্ আর তুই যা বলিস্ আর আর তোকে গোষ্ঠে যেতে দেব না।

কৃষ্ণ। গীত।

আজ্‌কের মত যতন করে সাজিয়ে দে মা নন্দরাণী।
আর আমি যাবনা বনে, ত্বরা খেতে দে মা ক্ষীর নবনী।
রাখালেরাও আর আস্‌বে না, সাধের গোষ্ঠে আর যাবনা
গোষ্ঠের কথা আর বোল্‌ব না, মিনতি শোন্ গো জননী।

(ওমা নন্দরাণী, আজ্‌কের মতন সাজিয়ে দে মা)
(নন্দরাণী, তোরে আকুল ক'রে, গোকুল ছেড়ে,)
(গোধন ল'য়ে গোষ্ঠে আমি যাবনা জননী।)

যশোদা। গীত।

গোপালরে! যদি রাখালের সনে যাবি গোধন চারণে,
দূর বনে, বাছা! কভু যাস নাই।
করে ধরে বলিরে কানাই॥
সেখানে গহন কাননে, অতি নিরজনে,
সিংহিনী বিচরে সদাই;
খেয়োনারে, যাদু! বনের ফল,
থাকেরে তাহাতে সাপের গরল,
তুলোনা তুলোনা সরসি-কমল,
কমল-আঁখি তোর, আর কমলে কাজ নাই;
আছে মৃণালে কাল ভুজঙ্গিনী।
ধর ধর, বাপ ধররে,
ওরে বলাই, আমি সঁপিতেছি তোর করে;
গোধন চরাতে গোপাল যায়,
দেখো বনদেবী রেখো গো তায়;
আমি কাত্যায়নী ব্রত ক'রে,
পেয়েছি গোপাল, কোলে তোরে;
ডাকি দুর্গা দুর্গা দুর্গা বোলে মুখে সদাই॥

কৃষ্ণ। মা! তবে আমি এখন গোচারণে যাই?

যশোদা। গোপালরে! তোকে যা বোলে দিলেম্ সেইমত কার্য্য করিস্ বাপ্। আর গোচারণ কোর্‌তে কোর্‌তে যদি ক্ষিদে পায়, তোর সাধের ধবলির দুগ্ধ হ'তে যে ক্ষীর শর প্রস্তুত ক'রেছি তাই তোর ধড়ায় বেঁধে দিয়েছি খাস্!

ব্রজবালকগণ। গীত।

আয় আয়রে কানায়ে লাল।
ঐ দেখরে ধায় ধেনুর পাল॥
হেলে দুলে চলে মলয় পবন,
ডালে ডালে বসি পাখী করে গান শোন্‌রে ভাই;
হের যমুনা ধরিল ঐ উজান,
তোর বাঁশীরব শুনি নন্দলাল॥
ধায় ফুলে ফুলে ভ্রমরা ভ্রমরী,
পেখম্ তুলি ময়ূর ময়ূরী নাচেরে ভাই,
গায় তমালে কোকিল ঝঙ্কারি ঝঙ্কারি,
তোর চরণের নূপুর দিতেছে তাল॥

[কৃষ্ণ বলরামের সহিত নাচিতে নাচিতে রাখাল-বালকগণের প্রস্থান এবং অপরদিকে যশোদার প্রস্থান।]

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বন।

(সিংহবাহনে দশভুজা—শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র উপস্থিত, কৃষ্ণের প্রবেশ।)

দুর্গা। গীত।

আয় আয়রে নীলকান্তমণি।
ধর্ ধর্‌রে বাপ ক্ষীর নবনী॥
হের হের দিগম্বর, হের সৃষ্টিধর,
আসে মা মা বলে নেচে জগৎ-চিন্তামণি॥

মহাদেব। দুর্গে! যাঁর অনুপম মায়ায় সংসার পরিপূরিত, যাঁর চক্রে জগৎ পরিচালিত, যাঁকে ধ্যানে ধারণা কোর্‌তে এ পর্য্যন্ত কেহই সক্ষম হয়নি, সেই চক্রধারী যখন আদর ক'রে মা মা ব'লে তোমার নিকটে আস্‌ছেন, তখন আমরা যে সকলে বিমোহিত হব তার আর আশ্চর্য্য কি?

কৃষ্ণ। গীত।

দুর্গতি হর দেবী দুর্গে দুর্গাসুর মর্দ্দিনী।
শারদে জয়দে বিমলে বরদে, সুর-নর মুনি-বন্দিনী॥
জনমি জননি তোমার অংশে, বধিতে দুষ্ট দানব কংসে;
বিতর ত্রিপুরে বল বিতংসে দনুজ দর্পহারিণী॥

দুর্গা। অখিল আত্মা কৃষ্ণ! তোমার এ কি ভাব? তোমার অবিদিত কি আছে? জগৎ সংসার তোমারি ইচ্ছা-শক্তিতে চালিত হ'চ্চে, আর তুমি পুরুষভাবে থাক ব'লে তাতেই তোমায় লোকে ইচ্ছাময় বলে, আর আমি স্ত্রীভাবে থাকি ব'লে লোকে আমায় ইচ্ছাময়ী বলে। এখন দেখদেখি কৃষ্ণ! তোমায় আমায় ভাব-রূপের প্রভেদ কি?

কৃষ্ণ। জগত-জননি! যারা বোঝেনা তারাই তোমার আমার ভাব-রূপের প্রভেদ করে; কিন্তু লোক-শিক্ষার্থে মানব-লীলা প্রচার কর্‌বার জন্য আমরা পৃথক্ ভাবে আবির্ভাব হ'য়েছি, তাই তোমায় উপাসনা ক'র্‌ছি।

দুর্গা। বাসুদেব! আমি যে তোমাকে আমার হৃদয়-স্থিত পদ্মা প্রভৃতি ষোড়শ মূর্ত্তিমতী মালা দিয়েছি, আর "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে; হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে" এই মহামন্ত্র দিয়েছি, তুমি সেই মালায় ঐ মহামন্ত্র জপ ক'রেই যে সিদ্ধ হ'য়েছ। এখন কংসাদি দুষ্টদানবগণকে অনায়াসেই তো নিধন কোর্‌তে পার। দুষ্ট কংস আজ্ পরম বৈষ্ণব অক্রূরকে তোমায় আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছে। ঐ দেখ, কংস প্রেরিত কেশী নামক দুরাচার দানব তোমাকে বধ কর্‌বার মানসে অরণ্যে প্রবেশ কোর্‌চে। যাও জগৎচিন্তামণি, সত্বর ওরে নিধন ক'রে, অক্রূরকে সম্ভাষণ করগে।

[দুর্গা, শিব, ব্রহ্মাদির অন্তর্দ্ধান, কৃষ্ণের-প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

বন পথ।

অক্রূর।

অক্রূর। আজ আমার সুপ্রভাত! আজ আমি যোগীজন-আরাধ্য মধুসূদনের শ্রীচরণ দর্শন ক'রে কৃতার্থ হ'ব। অসুর-রাজ-কংস! তুমি আমার পরম সুহৃদ, আমি তোমারি প্রসাদে সেই বিশ্বমূলাধার শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন কোর্‌ব। ব্রজভূমি! তুমিই ধন্য, সেই ধ্বজ-ব্রজাঙ্কুশাদি পদ-চিহ্ন তোমার বক্ষে সতত বিরাজিত থাকে! যখন আমি রামকৃষ্ণের চরণতলে প্রণত ভাবে অবস্থান কোর্‌ব, তখন অবশ্যই কমলাপতি তাঁর পদ্ম-হস্ত দ্বারা আমাকে স্পর্শ কোর্‌বেন! আমার ভাগ্যে কি এমন ঘট্‌বে? আহা, যে চরণ-সর-রূহে মুনি ঋষি মধুব্রতের ন্যায় নিবিষ্টচিত্তে আকৃষ্ট, আমি ঘোর বিষয়ী হ'য়ে সেই পদ-পঙ্কজ-রেণু কি প্রকারে প্রাপ্ত হ'ব? কিন্তু যাত্রাকালে যে সকল মঙ্গল চিহ্ন দর্শন ক'রে এসেছি, তার ফলে কৃষ্ণ দর্শন অবশ্যম্ভাবি! ও কি! ঐ না শ্যামল-তরুমূলে রামকৃষ্ণ প্রকৃতিপুরুষরূপ ধারণ ক'রে ঈষৎ বঙ্কিমভাবে অবস্থান কোর্‌চেন! আমরি মরি! কি অপূর্ব্ব শোভাই হ'য়েছে! যেন হিরণ্য-মরকত-ব্যাপ্ত অয়স্কান্ত ও রজত-শৈল-যুগল একত্রে অবস্থান কোর্‌চেন। আহা! ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরের কি অপূর্ব্ব লীলা! ত্রিভুবনপালক হ'য়ে সামান্য গোপালবেশে রাখালগণ সনে কৌতুক ক্রীড়ায় কাল হরণ কর্‌চেন; মায়াময়! তুমি স্নেহ-পুত্তলিকারূপে যশোদার অঙ্কে বিরাজ কর,—প্রেমময়রূপে ব্রজাঙ্গনাদের হৃদয়ে

বিহার কর,—সখ্যভাবে রাখালগণের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন কর, আবার অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তারূপে চরাচর জগৎ শাসন কর। তুমি বাক্য ও মনের অগোচর, ইন্দ্রিয়েরও প্রত্যক্ষ নও, অথচ ওতপ্রোত ভাবে সকলেতে অবস্থান কোর্‌চ। হে বাঞ্ছাকল্পতরু! তোমায় যে ভাবে যে যখন যেখানে আহ্বান করে, তুমি সেই ভাবেই তখনি তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। তুমি কখন নিকুঞ্জবিহারী, কখন বলির দ্বারী,—কখন দৈত্যারি। সচ্চিদানন্দ! তোমার অপার মহিমার অনুশীলন কোর্‌তে গেলে স্তম্ভিত হ'তে হয়।

(কৃষ্ণ, বলরাম ও রাখালগণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। ব্রজবালকগণ! বোধ হয় অসুররাজ কংসের দূত আমাদের জন্য অপেক্ষা কোর্‌চে, তোমরা কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থান কর, আমরা ওঁর মনের ভাব কি জেনে আসি।

[রাখালগণের প্রস্থান।

(রামকৃষ্ণের অক্রূরের নিকটে গমন)

অক্রূর। গীত।

জয় মূরতি-মোহন, যশোদা নন্দন, যাদবগণ-বন্দন।
যোগীন্দ্র রঞ্জন, দেবেন্দ্র দমন, ফণীন্দ্র অঙ্কভূষণ।
বংশিধারী, মুর-অরি, দানবগণ মর্দ্দন;
ভূভার-হারি গোলোকবিহারী কংস-কুঞ্জর-মথন॥

কৃষ্ণ। অক্রূর কি কর, কি কর, তুমি কংস অনুচর হ'য়ে কেন আমায় প্রণাম কোর্‌চ? যদুবর! তুমি আমার পরম আত্মীয়,

তোমায় দেখে আমার চিত্ত পুলকিত হ'ল। তোমার এখানে কিজন্য আসা আমায় বল, আমি তা' পূরণ কোর্‌ব।

অক্রূর। হরি! তুমি অন্তর্যামী হ'য়ে আমার মনের ভাব যে কি তা কি তুমি জান্‌তে পার্‌চ না?

কৃষ্ণ। অক্রূর! লোকে আমায় চিন্তামণি বলে, যেখানে যা কিছু হয় সমস্তই আমি জানি, তবুও তোমার মুখে আমার শুন্‌তে ইচ্ছা হচ্চে।

অক্রূর। গীত।

নারায়ণ নব-নটবর নবীন নীরদ বরণ।
তব অদর্শনে, ব্যাকুল পরাণে,
ঘন ডাকে চাতক মত যাদবগণ॥
(প্রেম-বারি পিবে বলে)
তুমি শুন্‌তে কি তা পাওনাই হে?
চল চল নাথ, ত্বরা মধুপুরে,
একবার উদয় হ'য়ে, কর হৃষিকেশ,
(পুরবাসীর হৃদয় মাঝে উদয় হ'য়ে)
দীনজনের দুঃখ বিমোচন॥

দীননাথ! নারদ ঋষির মুখে তোমা দোঁহার জন্ম কথা শুনে, কুমতি কংস কুপিত হ'য়ে তব পিতা বসুদেবকে বিনাশ কোর্‌তে উদ্যত হ'য়েছিল। পরে আবার নারদের কথাতেই ক্ষান্ত হ'য়ে ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন ক'রে তোমাদের সেখানে নিয়ে বধ কর্‌বার মানসে আজ এ দাসকে নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে তোমাদের

নিকট পাঠিয়ে দেছে। দীননাথ! এখন যা কর্ত্তব্য হয় বিধান করুন।

কৃষ্ণ। তাতঃ! আমরা দুই ভাই তার কি অনিষ্ট ক'রেছি যে, সে আমাদের বিনাশ কোর্‌তে প্রয়াস পাচ্চে? আচ্ছা আমরা যাব, এখন আমাদের আতিথ্য গ্রহণ ক'রে শ্রান্তিদূর করবেন চলুন। (বলরামের প্রতি) দাদা! আপনার অভিপ্রায় কি?

বল। ভাই কৃষ্ণরে! তোমার মতেই আমার মত। (অক্রূরের প্রতি) তাতঃ! তবে এখন নন্দালয়ে চলুন্।

অক্রূর। আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ্ পরমেশ্বরের আতিথ্য গ্রহণ কোর্‌ব।

কৃষ্ণ। আপনি এখানে কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করুন, আমরা ব্রজবালকদের বিদায় দিয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নিকুঞ্জকানন।

(রাখালগণসহ রামকৃষ্ণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। না ভাই, না ভাই, তা নয়। যিনি এসেছেন তিনি বড় ভাল লোক; মহারাজ কংসের মত ফিরেছে, এখন ধর্ম্মে কর্ম্মে মন দিয়েছেন্। ধনুর্যজ্ঞ আয়োজন ক'রে আমাদের ও আভীর পল্লির সকলকে নিমন্ত্রণ কোরেছেন, কাল মধুপুরিতে যেতে হবে। তাই ভাব্‌ছিলেম তোমাদের ফেলে কেমন ক'রে যাব?

১ম রা। রাম, কৃষ্ণ, ভাই! আমাদের ফেলে তোরা যাবি? তা কখনই হ'বে না।

কৃষ্ণ। সে কি ভাই! তোমাদের ছেড়ে কি আম্‌রা যেতে পারি? তবে ভাই, তোম্‌রা এক কাজ কর, এগিয়ে গিয়ে আপনার আপনার মা বাপের মত কর গে, আর আমরা মহামতি অক্রূরকে নিয়ে পিতা নন্দ প্রভৃতি প্রধান প্রধান গোপগণকে জানাইগে।

১ম রা। তাই ভাল।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নন্দালয়।

(যশোদা ও রোহিণীর প্রবেশ।)

যশো। গীত।

ওকি হ'ল গো, বল বল দিদি রোহিণি।
ধেনু বৎস ল'য়ে রাখালগণ এলো,
কেন এলোনা এখনো নীলমণি॥
প্রভাতে গোপালে গোষ্ঠে যাইতে
আমার মন তো তখনি চায়নি,
সঁপেছিনু রামের করে আমার সাধের রতনমণি;

আজ প্রাণ গোপালে, দিদি, নাহি হেরে,
রহিতে না পারি ঘরে ;
এই দেখ্, রয়েছি দাঁড়ায়ে,
হাতে ল'য়ে ক্ষীর নবনী ॥

রোহি। যশোমতি! আমিও তোর মত কাতরা হ'য়েছি ব'লে এখানে এসেছি। আমার রামও যে এখন আসেনি! তাই তো, ভগ্নি! তাদের এত বিলম্ব হচ্চে কেন?

(নন্দের প্রবেশ।)

যশোদা। কৈ কৈ কৈ, মহারাজ! আমার গোপাল কোথায় বল, রাখালেরা সব গোষ্ঠ হ'তে এলো, কৈ, আমার রাম কানাই তো এখন এলো না? গোপালকে না দেখে আমার মন যে বড়ই ব্যাকুল হ'য়েছে! বল গোপরাজ, বল, বল, কোথায় আমার কৃষ্ণধন?

নন্দ। সে কি, রাম কৃষ্ণ এখনো পুরী মধ্যে আসে নাই! ঐ না নূপুর ধ্বনি শোনা যাচ্চে, এবার বুঝি আস্‌ছে।

গীত।

আহা, নাচিতে নাচিতে আসিছে গোপাল,
ঐ ঐ আহা, বামে হেলে।
বেগভরে মরি, দু-বাহু পসারি,
পিতা পিতা বলি কুতূহলে ॥
ঐ ধীরে ধীরে হের দ্বিরদ গতিতে,

বীর বলাই আসে হেলে দুলে ;
হের নন্দ রাণী, হের গো রোহিণী,
ধেয়ে রাম কৃষ্ণে কর কোলে ॥

কৃষ্ণ-বল। গীত।

পিত গো, এল গোঠ হ'তে তোর রাম কানাই,
ত্বরা মোদের লও কোলে।
গহন কাননে, ফিরি গোচারণে,
বসন ভিজেছে শ্রম-জলে।

নন্দ। আয় আয় বাপ রাম, আয় আয় রে কৃষ্ণ! আজ তোদের উভয়কে বক্ষে ধারণ ক'রে আমার প্রাণ মন শীতল হ'ল। যশোমতি! রোহিণী দেবি! এতক্ষণ তোমাদের একটী বিশেষ কথা বোলতেম্; কিন্তু প্রাণ গোপালকে দেখে সব ভুলে গেছলেম। মথুরাধিপতি কংস মহারাজ মহা সমারোহে ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান কোরেছেন, সেই উপলক্ষে নানা দেশের লোকগণকে নিমন্ত্রণ করা হ'য়েছে। তাঁর প্রধান পাত্র অক্রূর রথও নিমন্ত্রণ পত্র ল'য়ে আজ্ এখানে এসেছেন, আগামী কল্য প্রাতে গোপগণ সহ রামকৃষ্ণকে ল'য়ে আমি মধুপুরী গমন কোর্‌ব।

যশো। এঁ্যা, কি বল্লে গোপরাজ, আমার কৃষ্ণকে! হায়!— (পতন)

[রোহিণী বলরামকে লইয়া প্রস্থান।

যশো। (স্বগত) পতি পরম গুরু, তাঁর আজ্ঞা অবহেলা করায় পাপ হয়; কিন্তু স্বামী যদি নিরপরাধে প্রাণ

বধ কোর্‌তে উদ্যত হন, কোন স্ত্রী তখন নিস্তব্ধ থাকৃতে পারে? রামকৃষ্ণ আমার প্রাণ, ক্ষণকাল ওদের মুখ-চন্দ্রমা না দেখ্‌লে আমি জ্ঞানশূন্য হই; গোপরাজ যখন আমার রামকৃষ্ণকে আমার নিকট হ'তে দূর মধুপুরীতে ল'য়ে যাবেন, তখন ওঁর মুখাপেক্ষা করা কোনমতে উচিত নয়। (প্রকাশ্যে) ব্রজরাজ! আমি আপনার নিতান্ত অধিনী বোলে কি নিষ্ঠুর দস্যুর মত বিনা অপরাধে আমায় নিধন করা আপনার উচিত? রামকৃষ্ণ যে আমার প্রাণ-পুতলি তা কি তুমি জান না? তবে কেমন ক'রে বোল্লে যে, তাদের মথুরায় নিয়ে যাবে? তোমায় মিনতি করি, চরণে ধরি আর এমন কথা মুখেও এনো না। হায়! নীলমণিকে যখন গোষ্ঠে পাঠিয়ে পাগলিনীর মত সারা দিন নবনী হাতে ক'রে ঘর বার ক'রে বেড়াই, তখন দূর মথুরায় পাঠালেকি আর আমার প্রাণ থাকৃবে? দাও গোপরাজ, আমার গোপালকে দাও, আমি প্রাণ গোপালকে ল'য়ে—নন্দগ্রাম ছেড়ে—বিজন বনে যেতে হয় তাও যাব, পর্ব্বতে ভ্রমণ কোর্‌তে হয় তাও কোরব, অগাধ সমুদ্র পার হ'য়ে দেশান্তরি হ'তে হয় তাও হবো, তবুও গোপালকে আমি কাছ্ ছাড়া হ'তে দেব না। যেখানে সেই পাপ কংসের নাম কেউ শোনেনি, এমন স্থানে আমি আমার গোপালকে ল'য়ে যাব।

নন্দ। যশোমতি! গোপাল যে তোমার প্রাণ পুতলি—নয়ন মণি—কণ্ঠের ভূষণ—অঞ্চলের নিধি তা আমি বেশ জানি; কিন্তু রামকৃষ্ণের মধুমাখা কথায় ভুলে গিয়ে তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে মথুরায় যেতে আমি যে সম্মত হ'য়েছি

তখন মনে কোরেছিলেম্ যে, কংস মহারাজ যখন আমার রামকৃষ্ণকে স্বতন্ত্র পত্র দিয়েছেন, এদের নিয়ে যাবার জন্য মহাত্মা অক্রূরের সহিত রথ পাঠিয়েছেন, তখন আমার রাম কৃষ্ণ রাজসভায় অবশ্যই পরিচিত ও সম্মানিত হবে; আমি সেই আহ্লাদে বিহ্বল হ'য়ে এদের কথায় সায় দিয়েছিলেম্; কিন্তু এখন বুঝ্‌তে পাচ্চি যে আমি অতি কুকর্ম্ম করেছি; রাম-কৃষ্ণকে তোমাদের বিনা অনুমতিতে আমি কখনই ল'য়ে যাব না। এখন তুমি রামকৃষ্ণকে প্রবোধ বাক্যে শান্তনা কর, আর আমি অভ্যাগত মহামতি অক্রূরকে শিষ্টাচারে পরিতুষ্ট করিগে।

[নন্দের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। মা মা, তুই বারণ করিস্‌নে, তোর পায়ে পড়ি। আমার মনে বড় সাধ হ'য়েছে যে, পিতার সঙ্গে স্বগণে ল'য়ে একবার মথুরার হাট, বাট, রাজপাট দেখ্‌ব, আর রাজার নিকট পরিচিত হব, অনুমতি দে মা।

যশো। ষাট্ ষাট্ ষাট্ রে বাছা, কৃষ্ণধনরে, বালাই বালাই, এমন কথা মুখে আন্‌তে নাই। চল বাপ, ঘরে যাই, যত খেতে পার নবনী দেব, তোর মায়ের মাথা খেতে এমন কথা আর বলিস্‌নে।

কৃষ্ণ। তবে মা আর তোকে মা বলে ডাক্‌ব না, তোর ক্ষীর নবনীও খাব না, তোর কোলেও আর উঠ্‌ব না।

যশো। গোপাল রে! ও বাপ, তোরে রামের সঙ্গে গোষ্ঠে পাঠিয়েও যে, আমার মন প্রবোধ মানে না, তোর পথ চেয়ে

থাকি, পাগলের মত ঘর বার করি। বাপ, তবে তোরে দূর মথুরায় পাঠিয়ে কেমন করে প্রাণ ধরে থাক্‌ব বল দেখি?

কৃষ্ণ। তবে মা, আর তোর স্তন পান কোর্‌ব না, ক্ষীর নবনী খাব না, শুকিয়ে থাক্‌ব। মা গো, আর আর ব্রজ-বালকদেরও তো মা আছে, কৈ তারাতো তোর মত কাঁদ্‌ছে না, তারা কেমন হেসে হেসে আপনাদের ছেলেদের পাঠাবে বলে সাজিয়ে দিচ্চে।

যশো। বাপ কৃষ্ণ রে! তাদের যে মুখ চাইবার আছে, আমার যে তুই বই আর কেউ নাই; কত কঠোর ব্রত ক'রে—কত উপবাস ক'রে—কত তপস্যা ক'রে তোমাধনে পেয়েছি, তাই আমি তোমায় চোখের আড় কোর্‌তে চাইনে।

কৃষ্ণ। মা গো, ব্রজের সব ছেলেরা যাবে, বলাই দাদা যাবেন, আমি কি একলা এখানে থাক্‌ব? না মা, আমি তা কখনই থাক্‌তে পারব না। তুই একবার আমায় যেতে দে, আর কখনও তোর কাছ থেকে যেতে চাইব না, তোর পায়ে পড়ি; (তথা করণ) বল, একবার বল, যে আমায় মথুরায় যেতে দিবি?

(বলরামকে কোলে লইয়া রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী। যশোমতি! গোপাল ধূলায় পড়ে কাঁদ্‌ছে আর তুমি চুপ করে র'য়েছ? ছেলে আব্‌দার নিয়েছে, মুখেই কেন বলনা মথুরায় যেও, তা হ'লেই তো থামে, ঘুমুলেই আবার সব ভুলে যাবে।

যশো। দিদি! ও কথা মনে হ'লে আমার প্রাণ যে কেমন

করে। কে যেন একটি ছেলে এসে বোল্লে,—"রাণি! বোলো না,—বোলো না, তা হ'লে গোপাল আর আস্‌বে না।"

রোহি। কি দায়, ওসব কিছু নয়, তুমি যেতে বল। তুমি গোপালকে অধিক স্নেহ কর বোলে প্রলাপ দেখ্‌ছ, কেন আস্‌বে না!

যশো। গোপাল রে, তুই যেতে হয় যাস বাছা, আর কাঁদিস্‌নে। (কৃষ্ণকে কোলে লওন)

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শ্রীরাধিকার কুঞ্জ।

(রাধিকা ও সখীগণ।)

রাধি। সখি! কাল্‌কের ফুল-শয্যা বেশ হ'য়েছিল, নয়? আর ফুলের গহনাগুলিও চমৎকার হ'য়েছিল; কিন্তু প্রাণ-বল্লভ কৃষ্ণের পরম সুন্দর দেহের কোন মতেই উপযুক্ত হয় নাই। আজ শ্যামসুন্দরের জন্য নিজে এক ছড়া ফুল-হার গাঁথ্‌ব।

বিশ। আচ্ছা সখি, তাই কর; কিন্তু ভাই, ইষ্টপূজা কোর্‌ব বোলে কুটিলার চ'খে ধূলো দিয়ে ঘর থেকে কেমন আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলে! ভেলা যা হোক্‌, কি ছলই শখেছ!

রাধিকা। ভাই! প্রাণপতি কৃষ্ণ যে আমার কলঙ্ক ভঞ্জন ক'রে তার মুখ বন্ধ কোরেছেন, তার কি আর কিছু বল্‌বার যো আছে, যে বল্‌বে? আর কেই বা তার কথা বিশ্বাস কোর্‌বে? সে যা হোক্‌, সখি! শ্যামসুন্দর আমাকে যথার্থ ভাল বাসেন, আমার জন্য কি না কোরেছেন বল দেখি?

বিশা। হাঁ সখি, সে কথা আর বোল্‌তে হবে কেন; কিন্তু ভাই! তাঁকে তুমি যা ভালবাস, তার তুলনা নাই।

(ললিতা, চিত্রা ও চম্পকলতার প্রবেশ।)

সকলে। গীত।

ফুল-সাজে সাজাইব সজনি আজি তোমায়।
বেশ হেরি বিমোহিত হবে সে নাগর রায়॥
ফুল-ধনু ধরি, ফুল-শর ছাড়ি,
হাসি ব'স প্যারি ফুল-দোলায়;
আইলে বঁধুয়া, বিঁধো লো যতনে,
পড়িবে লুটে তোঁহারি পায়॥

রাধি। সখি! আমার মন কেন এমন চঞ্চল হ'ল? শ্যাম বঁধুর জন্যে আঁচল ভরে মনের মত ফুল তুল্‌ছিলেম, হঠাৎ আঁচল ভুঁয়ে পোড়ে ফুলগুলি ছড়িয়ে গেল! কেন সখি, আমার কণ্ঠ-তালু শুকিয়ে গেল? আমি বল-হীন হ'য়ে পোড়্‌-লেম যে; আমায় ধর ধর! একি! আমার শরীর যে কাঁপচে!

বিশা। সখি! শান্ত হও, অধীর হয়োনা। তোমার

কোমল শরীরে তো কোন ক্লেশ সহ্য হয় না ; শ্রম ক’রে এত-দূর এসেছ বলেই অমন হ’য়েছে, একটু নিরালয়ে ব’সো দেখি, এখনি কুসুম-কুঞ্জের ঝুর্ ঝুর্ বাতাসে অঙ্গ শীতল হ’বে।

রাধি। আচ্ছা ভাই, তবে তোম্‌রা কুঞ্জ-কুটীরে গিয়ে ফুল-শয্যা প্রস্তুত কর্‌গে, আর আমি ততক্ষণ রাধানাথের জন্য মনোসাধে এক ছড়া বন-মালা গাঁথি, তা হ’লেই অন্যমনস্কে যাতনা ভুলে যাব।

বিশা। বিনোদিনি! তুমি যাতে ভাল্ থাক, আমরা তাই কোর্‌ব।

[সখিগণের প্রস্থান।

রাধি। আহা হা, পাখীদের সুস্বরে বন-ভূমিকে যেন অমৃত-রসে অভিষিক্ত ক’রে তুল্লে! আমার মত সুখিনী বা এখন কে আছে? আর আমায় লোকলাঞ্ছনার গুরু গঞ্জনার ভয় কোর্‌তে হয় না, যখনি ইচ্ছা হয়, চির-সখার চরণারবিন্দ দর্শন কোর্‌তে পারি। আহা, কৃষ্ণ-প্রেম-সুধা যে একবার পান করে, সে যে কি বিমল আনন্দ অনুভব করে তা প্রকাশ ক’রে কেহই বোল্‌তে পারে না। এই তো মালা ছড়াটী গাঁথা হ’ল, এখন বনমালির গলায় দুলিয়ে দিলেই পরিশ্রম সার্থক হয়।

(বিষণ্ণবদনে বৃন্দার প্রবেশ।)

বৃন্দা। গীত।

বিনা-সূতে বিনোদিনি, বৃথা গাঁথ ফুল-মালা।
মালা যে দিবে গো আলা, না এলে চিকণ-কালা॥

যার লাগি গাঁথ হার, সে যাবে যমুনা পার,
গোকুল ক'রে আঁধার, শুন ওগো রাজবালা ॥
মালা হ'য়ে ভুজঙ্গিনী, দংশিবে তোমারে ধনি,
তাই নিবারি কমলিনী, আর গেঁথনা ফুল-মালা ॥

রাধিকা। গীত।

হায়, কি শুনালি সহচরি।
প্রাণ-হরি, প্রাণ হরি, যাবে ব্রজ পরিহরি ॥
ক'রেছি কার অপরাধ, কে সাধিল হেন বাদ,
সুখ-সাধে এ বিষাদ, ধৈরজ ধরিতে নারি ॥

বৃন্দা। গীত।

রাধে, কমলিনি! ধৈরজ ধর গো।
তুমি অধীরা হ'লে মোরা জ্ঞান হারাইব,
বঁধুরে রাখিতে পারিব না পারিব না ॥

রাধিকা। গীত।

আমি বুঝেছি, সজনি, এবার বুঝেছি গো।
খল কংস ছল করি, হরিতে প্রাণের হরি,
ক'রেছে নূতন কোন আয়োজন গো।

বৃন্দা। হাঁ সখি, তাই। দুরাত্মা কংস ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন ক'রে রামকৃষ্ণকে ল'য়ে যেতে অক্রূরকে নন্দ-ভবনে পাঠিয়েছে। বোধ করি এতদিনে শ্রীদামের অভিশাপ ফল্লো!

রাধিকা। সখি! তবে কি হ'বে? হায়, কৃষ্ণ-বিরহ-চিন্তা মনে হ'লে যখন ত্রিভুবন শূন্য দেখি, তখন প্রাণ-হরি মধুপুরী

গেলে শূন্য দেহ ল'য়ে এই শূন্য ব্রজে কেমন ক'রে বাস কোর্ব? ঐ দেখ, সখি! ঐ দেখ, রাত্ যে গভীরা হ'ল, তবে তো ক্রমে প্রভাত হবে! হায় হায়! তা হ'লেই তো প্রাণ-কৃষ্ণ সাধের ব্রজ ছেড়ে মথুরায় যাবেন। না না, তা কখনই হবে না; যাই—যাই, আমি নির্জ্জনে বোসে যামিনী-দেবীর উপাসনা করিগে। (গমনোদ্যত)

বৃন্দা। (বাধা দিয়া) সখি! তুমি পাগল হ'লে না কি? চল, কুঞ্জ-কুটীরে গিয়ে সকলে মিলে পরামর্শ করিগে যাতে শ্যামচাঁদের আর মথুরায় না যাওয়া হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবনের অপর পার্শ্ব।

(গো-বৎস বক্ষে রাখালবালকগণ।)

১ম বা। ভাই! আমরা গো-বৎস নিয়ে এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি; কিন্তু ভাই কানাইয়ের রথ তো এখনো এদিকে এলো না?

২য় বা। ভাই চুপকর, ঘর ঘর ক'রে শব্দ হচ্চে না?

সকলে। হাঁ ভাই, ঐ যে রথ—ঐ যে রথ!

পট পরিবর্ত্তন।

বন।

(রথোপরি কৃষ্ণ, বলরাম, অক্রূর।)

বালকগণ। গীত।

কেন প্রভাতে আজি রথে, বলরে ও ভাই, কানাই বলাই।
যাবি বুঝি মধুপুরে, নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে দু-ভাই॥
ভাই রে, গোষ্ঠে তুমি আর যাবে না,
মোহন বাঁশী আর বাজাবে না;
ধেনুপালও ফেরাবে না,
যেতে তোমাদের দোবো না রে ভাই॥

কৃষ্ণ। গীত।

নিমন্ত্রণ রক্ষা তরে, মোরা দুজনে যাই মধুপুরে।
তোরা ফেরা ধেনু ক-দিনের তরে, মনে কিছু করিস্‌ নাই

রাখালগণ। গীত।

তাতো রে হবে না, যেতে দোবো না,
তুই যে রাখালের রাজা কানাই।

কৃষ্ণ। গীত।

তবে গোপগণ সনে ক্ষুণ্ণমনে,
মিল গিয়ে ব্রজবালকগণে;
না কর দেরি, যাও ত্বরা করি,
পুনঃ দেখা হবে মথুরা ভবনে॥

বালকগণ। গীত।

নিধুবন কাননে, মধুর বৃন্দাবনে,
ফিরিবে না ধেনুগণে, কানুর বেনুরব বিনে ॥
নিপ-তরু-মূলে বসি, না বাজালে মোহন-বাঁশী,
আস্‌বে না হে কালশশি, তোমার ব্রজাঙ্গনা আর পুলিনে,
যমুনাও বহিবে না, নাচি নাচি হে উজানে ॥
আস্‌বে না আর বন-হরিণী, নাচবে না শিখি শিখিনী,
শারী শুক নীরব হবে শ্যাম, তোমা বিনে বৃন্দাবনে ॥

[বালকগণের প্রস্থান।

অক্রূর। গীত।

যদি তোমা বিনে নাথ, এমন হয়—এমন হয়,
ওহে ও বিপিন-বিহারী।
তবে আর কাজ নাই, কাজ নাই, হরি, ব্রজপুরী পরিহরি ॥
আমি মথুরা ছাড়িব, হরি হে, ব্রজবাসী হব,
তোমার রাখালগণ সনে পুলকে খেলিব,
হেরবো অহরহ যুগল নটবর রূপ,
পূরাও এই বাসনা হে মুরারি ॥
ওহে শঙ্কর্ষণ, করি আকর্ষণ,
কর ব্রজে বসি পাপ কংস নিধন;
কর জনক জননীর বন্ধন মোচন,
থাকি বৃন্দাবনে বংশিধারী ॥

কৃষ্ণ। গীত।

উঠ তাতঃ! ত্বরা রথোপরি, দেরি কোরো না, কোরো না।
মোরা না গেলে আজ মধুপুরে, কংস বধ হবে না হবে না॥
আমার ব্রজলীলা আজ শেষ যে হলো,
(তাকি তুমি জান না জান না)
তবে কেন বৃথা হেথা রইতে বল;
দ্রুত রথ চালায়ে চল নইলে, সকল লীলা শেষ হবে না॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন।

(যশোদা ও রোহিণীর প্রবেশ।)

যশোদা। কোথা কৃষ্ণ,—কোথা রথ? হায়, নীলমণি আমায় যে বোলে এল না! কংস অনুচর অক্রূর আমার কৃষ্ণ-ধনকে কি চুরি ক'রে নিয়ে গেল?

রোহিণী। না ভগ্নি! ঐ যে—ঐ যে রথ, ঐ যে কৃষ্ণ।

পট পরিবর্ত্তন।

বনপথ।

(রথোপরি কৃষ্ণ, বলরাম, অক্রূর।)

যশোদা। গীত।

গোপাল রে, দাঁড়া ক্ষণতরে বাপ, রাখ্ রাখ্ রথ;
যাস্‌নে দুখিনী মায়ে ছেড়ে,

আমার আর কেউ নাই, কেউ নাই,
তো বিনে কানাই, ডাকে মোরে মা মা বোলে।
দয়াময় তোরে বলে ঋষিগণে,
কেন ব্যথা দাও মায়ের পরাণে,
একবার রথ হ'তে আয়রে উলে,
দুটী বাহু তুলে, মা মা বলে,
একবার চুমি ও চাঁদ-বদন, জন্মের মতন,
যাতনা সব যাইরে ভুলে ॥

হাঁরে গোপাল! তুই আমায় না বোলে কি ক'রে এলি?

কৃষ্ণ। মা, তুমি নিদ্রা যাচ্ছিলে, পাছে নিদ্রা ভঙ্গ হ'লে তোমার কষ্ট হয়, তাই তোমার নিদ্রা ভঙ্গ করিনি। মা! তুই কাঁদ্‌ছিস্ কেন? রাজপুরী দেখ্‌তে বড় সাধ হ'য়েছে, তাই যাচ্চি। আবার আস্‌ব—তোর কোলে বোস্‌ব—ক্ষীর, সর, নবনী খাব।

যশোদা। গোপাল! আমার নিদ্রাভঙ্গ হবে ব'লে তাই কি তুই আমায় না বো'লে এসেছিস্? আমি জাগ্রত অবস্থায় শয়নে কিম্বা স্বপনে তোরে না দেখ্‌তে পেলে যে আকুল হই। বাপ্‌রে! তোর হৃদয়ে যদি কিছুমাত্র দয়া থাকে, তবে আমায় এমন দশায় রেখে কখনও যাস্‌নি; লোকে তোকে দয়াময় বলে, বরং আমায় চিরকালের জন্ম মহানিদ্রায় ঘুম্ পাড়িয়ে রেখে যা, তা হ'লে আর কোন যাতনা থাক্‌বে না,—কোন ভাবনাও থাক্‌বে না, একেবারে নিশ্চিন্ত হব। (রোহিণীর ক্রোড়ে মূর্চ্ছা)

কৃষ্ণ। অক্রূর! আর বিলম্ব ক'র না, শীঘ্র রথ নিয়ে চল; মা যশোদার চেতনা হ'লে আমি আর যেতে পারব না।

অক্রূর। ভগবন্! এ তোমার অনুপম মায়া! তুমি তোমার ভক্তকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় পরিহার ক'রে থাক। দয়াময়! এখন জান্‌লেম্ যে, বাহ্যজ্ঞান শূন্য না হ'লে অন্তরে তোমায় কেউ স্থির হ'য়ে ধর্‌তে পারে না, আমি বেশ বুঝেছি যে, যশোমতীর অন্তর হ'তে কখনও অন্তর হও নাই।

পট পরিবর্ত্তন।

BAGBAZAR READING
1883.
CALCUTTA

বন।

যশোদা ও রোহিণী।

রোহিণী। ভগ্নি! কর কি, কর কি! ধৈর্য্য ধর, কেঁদ না, কেঁদ না। আহা, তোমায় কাঁদ্‌তে দেখে তোমার নীলমণির মুখ শুকিয়ে গেল! তুমি নীলমণিকে নিমন্ত্রণে পাঠিয়ে চক্ষের জল ফেল্লে নীলমণির যে অমঙ্গল হবে। যখন রামের সঙ্গে গোপাল যাচ্চে, তখন তুমি কোন ভাবনা কোর না।

যশোদা। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) কৈ গোপাল, কোথায় গেলি? দিদি, গোপাল আমায় না বলে গেল? গোপাল, আয় আয় বাপ, একবার আমায় মা বোলে ডাক্। দিদি! আমার মন বোঝে না,—বুক যে ফেটে যাচ্চে, প্রাণের ভিতর যে কি কচ্চে, তা বল্‌তে পারিনি।

(উপানন্দের প্রবেশ।)

উপা। একি, একি, যশোমতি! তুমি এখানে কেন? যশোমতি! নীলমণি যখন আমাদের সঙ্গে যাচ্চে, তখন ভয়

কচ্চ কেন? রাম কানাই আমাদের সঙ্গে যাচ্চে, আবার আমাদের সঙ্গে আস্‌বে।

যশোদা। দেবর! আচ্ছা, আমার মাথায় হাত দিয়ে বল যে, তুমি আমার গোপালকে নিয়ে আস্‌বে?

উপা। হাঁ—আন্‌ব।

[উপানন্দের প্রস্থান।

রোহিণী। যশোমতি! একটু স্থির হও, চল আমরা গৃহে গিয়ে গোপালের মঙ্গল কামনা করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন।

(রাধিকা বৃন্দা, সখীগণ।)

রাধিকা। বৃন্দে, আর তো চল্‌তে পারিনে।

বৃন্দা। আহা, চরণে কণ্টক ফুটে ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে গেছে, তাতে আবার শ্যাম বিচ্ছেদ আশঙ্কায় শরীর অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে, তা কি কোর্‌বে বল? রাধে! তুমি তো আমাদের কথায় কথায় বোল্‌তে যে, কষ্ট না কোর্‌লে বংশীধারীকে কেউ আপনার কোর্‌তে পারে না, তা এখন একটু কষ্ট কর।

বিশা। বৃন্দে! আমার বোধ হচ্চে যে, এই পথ দিয়েই কৃষ্ণ যাবেন, মথুরায় যাবার আর অন্য পথ নাই; এস আমরা এইখানে অপেক্ষা ক'রে এমন কোন উপায় স্থির করি, যাতে শ্যামচাঁদের মথুরায় যাওয়া না হয়।

ললিতা। সখি! আমি এক উপায় স্থির ক'রেছি, যাতে শ্যামসুন্দর কিছুতেই মথুরায় যেতে পার্‌বেন না।

বৃন্দা। কি উপায় বল্‌দেখি শুনি!

ললিতা। এস, আমরা কেঁদে কেঁদে চোখের জলে বৃন্দাবনের ধূলা কাদা ক'রে ফেলি, কাদায় রথ আট্‌কে যাবে, রথচক্র পৃথিবী গ্রাস কোর্‌বে, তা হ'লেই তাঁর আর মথুরায় যাওয়া হবে না।

বৃন্দা। ললিতে! তা তো হবে না।

ললিতা। বৃন্দে! কেন হবে না?

বৃন্দা। চক্ষের জল হৃদয় বোয়ে পোড়ে তো বৃন্দাবনের ধূলা কাদা কোর্‌বে?—তা হবে না।

ললিতা। কেন সখি! কেন হবে না?

বৃন্দা। ওরে, কৃষ্ণ বিচ্ছেদে আমাদের হৃদয় প্রজ্জলিত হ'য়ে উঠেছে, সামান্য চক্ষের জল বক্ষে পড়্‌বা মাত্রেই তো শুকিয়ে যাবে, তবে কেমন ক'রে আর ধূলা কাদা হবে?

১ম সখী। বৃন্দে! আমি এক উপায় স্থির ক'রেছি।

বৃন্দা। কি উপায় বল্‌ দেখি?

১ম সখী। বৃন্দে! যেমন শ্রীকৃষ্ণের রথ দেখ্‌ব, অম্‌নি আমরা সকলে কৃষ্ণের রথের চাকার নিচে গিয়ে পোড়্‌ব, তা হ'লে কৃষ্ণ আমাদের প্রাণে মেরে কখনই যেতে পার্‌বেন্‌ না।

রাধিকা। সখি! নারী বধে তাঁর কি ভয় আছে? আমরা মন প্রাণ তাঁকে সমর্পণ ক'রে কৃষ্ণ-প্রাণা হ'য়ে রয়েছি, এ জেনেও যখন তিনি আমাদের পরিত্যাগ ক'রে যাচ্চেন্‌, তখন নারী বধে তাঁর আর ভয় কি!

ললিতা। সখি! চুপ্ কর, চুপ্ কর। ঐ না ঘর ঘর শব্দ শোনা যাচ্চে? বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের রথ আস্‌ছে।

সকলে। হাঁ সখি! ওই যে—ওই যে রথ!

পটপরিবর্ত্তন।

বনপথ।

(রথোপরি কৃষ্ণ, বলরাম ও অক্রূর)

বৃন্দা। গীত।

রাখ রথ, রাখ রথ, রাখ রথ, শ্রীরাধা করে বারণ।
মানা না শুনিলে তোরে, বলে করিব বন্ধন॥
শ্রীমতীর অনুমতি, শুন শুন শুন রে সারথি,
দেরে, দেরে, দেরে, ফিরে দেরে দেরে তাঁর দূতিরে,
সাধের ওই কৃষ্ণধন॥

রাধিকা। গীত।

যাবে যাও হে, প্রাণ বঁধু হে, বাধা দিব না।
রাধার মত নাথ, দাসী পাবে না॥
(আছি জনমে জনমে চরণে পড়িয়ে নাথ।)
সুধু এক নিবেদন শুন হে মুরারি,
দাও কালিদহ পুনঃ বিষ বারি করি;
(শুন শুন মদনমোহন, কালিয় দমন,)
তোমার রাঙা চরণেতে,)

মোরা শ্বাস পুরিয়ে, হলাহল পিয়ে,
(এ জীবনে কি ফল,)
(বঁধু-বিরহ-বিধুরা-জীবনে কি ফল,)
মরিব যত ব্রজাঙ্গনা ॥
সব সখী মিলি, হরি হরি বলি, মরিব যত ব্রজাঙ্গনা ॥
বামে শব হেরি, যাত্রা কর হরি,
(তুমি সকল মঙ্গলালয় হে, তবু নরলীলা ছলে)
নইলে মথুরায় রাজা হবে না হবে না ॥

কৃষ্ণ। গীত।

আর কেঁদো না, আর কেঁদো না, প্রেমময়ী কমলিনি!
আমি ত্বরায় আসিব, তোমারে তুষিব,
জেনো এই সত্য বাণী ॥
(রাধা ছাড়া কভু নাই আমি,)
রাধে অধীরা হইও না, ধৈরজ ধর, মনেরে বুঝায়ে
শোক পরিহর হে ;
(আর কাঁদিলে কি হবে বল, আমি তোমা ছাড়া
কোথা রইতে পারি,)
সহচরী সনে ঘরে ফের ফের, আসি, বিদায় দাওলো,
বিনোদিনী ॥

রাধিকা। মদনমোহন! যদি নিতান্তই অধিনীকে পরিত্যাগ কর, দাসীর একটী নিবেদন শুন। কলঙ্ক-ভঞ্জন ক'রে আমার মান বাড়িয়েছ; আর আমার গুরু-গঞ্জনার লোক-লাঞ্ছনার ভয় নাই; এখন আরো কোথা অকুতোভয়ে তোমার পাদপদ্ম অহরহ

সেবা কোর্‌ব, এমন সুখের সময় তুমি আমার প্রতি কেন নিদয় হচ্চ? গোকুলবাসীরা সকলে মথুরায় নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে যাবে শুনে, তোমাকে নির্জ্জনে পাব মনে ক'রে আমি তোমার জন্য সাধ ক'রে আজ নিকুঞ্জবনে আপনার হাতে বাসর সাজায়েছি, মনমত ফুল-মালা গেঁথেছি, তোমার গুণ গান কর্‌বার জন্য সখীদের নূতন গান শিখিয়েছি, আর যারা যতন ক'রে সচন্দন তুলসী দিয়ে ভক্তি ভরে তোমার পাদপদ্ম পূজা কর্‌বার জন্য আয়োজন ক'রে রেখেছে, তাদের বঞ্চিত ক'রে যাওয়া কি তোমার উচিত হচ্চে বঁধু? চল, আমার কথা রাখ, আজ্‌কের মতন নিকুঞ্জকাননে আমাদের সকলের মনোরথ পূর্ণ ক'রে বরং কাল মথুরায় যাত্রা কোর্‌ব।

কৃষ্ণ। মানময়ি! আমি তোমার হৃদয় থেকে কখনই অন্তর হব না। তুমি বরং ধৈর্য্য হ'য়ে আমাদের অন্তরঙ্গ গোপাঙ্গনাগণকে শান্ত্বনা করগে; দেখ, যেন আমার বিরহে তাদের কোন অমঙ্গল না হয়।

রাধিকা। মধুসূদন! তুমিই যে আমার বুদ্ধি মন। লোকে বুদ্ধি দ্বারা ধৈর্য্য ধরে; মদনমোহন! তুমি গেলে সে বুদ্ধি আমার কোথায় থাক্‌বে যে, ধৈর্য্য ধরে গোপাঙ্গনাদের শান্ত্বনা কোর্‌ব?

কৃষ্ণ। গরবিনি! তুমি যে শক্তির আধার, তোমার অভাব কি? কেন মিছে আমায় ছলনা কর? অনুমতি দাও, কংস বধ করিগে, আবার মিলিত হবো। অক্রূর! শীঘ্র রথ নিয়ে চল, আর বিলম্ব ক'র না, বিলম্ব কোর্‌লে শুভকার্য্যের ব্যাঘাত হবে।

পটপরিবর্ত্তন।

বন।

(রাধিকা, বৃন্দা, সখীগণ।)

রাধিকা।   গীত।

কি হ'ল, কি হ'ল, হায় বঁধু রহিল নারে।
আমি কাতরে কাঁদিনু, কাকুতি করিনু,
বারেক তো শুনিল নারে॥
প্রাণ সখা যদি চলে গেল, পাপ দেহ রাখায় কি ফল বল ;
ও সখি ! আমি গরল ভখিব, নয় তো অনলে দহিব,
আর দেহ রাখিব না—রাখিব নারে॥

বৃন্দা।   গীত।

রাধে প্রেমময়ি ! দেহ ত্যজিস না ত্যজিস না।
বারেক ধৈর্য্য ধর রাই দেহ ত্যজিস না ত্যজিস না॥

রাধিকা।   গীত।

ও সখি ! আর তো শ্যামের মোহনচূড়া দেখা গেল নারে,
নিঠুর বঁধু, আর তো ফিরে চাইলে না।
এত দিনে আমার হৃদয়-মন্দির যে শূন্য হ'ল রে।
কেন প্রাণ ত্যজিব না—ত্যজিব না,
শ্যাম আসার আর আশা নাই গো॥

বৃন্দা। গীত।

রাধে, গরবিনি ! শ্যাম সোহাগিনী গো,
দেহ ত্যজিস না ত্যজিস না গো ;
আমরা বেঁচে আছি তোর মুখ চেয়ে,
তাই মরিতে রাই করিগো মানা ;
দেহ ত্যজিস না—ত্যজিস না গো ॥

রাধিকা। গীত।

ও সখি ! আমি কার কাছে গরব ক'রে
বোস্‌ব গিয়ে মানের ভরে,
কে আর আমার পায়ে ধরে বাড়াবে গো মান ;
তাই বলি, এ মান হীন দেহ আর রাখিব না রাখিব না।
ও সখি ! আর আমায় বারণ কোরো না—কোরো না।

বৃন্দা। গীত।

বৃষভানু নন্দিনি, রমণীর শিরোমণি,
গৃহে চল রাধে গরবিনী।
দাসী থাক্‌তে ভাবনা কি রাই !
আমি আপনি যাব সেই মথুরায়,
আনব বঁধুরে ফিরায়ে হেথায় ;
মিনতি কোর্‌ব ধোরব তার পায়,
তুমি স্থির জেনো গো বিনোদিনী ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নদীতট।

(রথোপরি কৃষ্ণ, বলরাম, অক্রূর।)

অক্রূর।—মধুসূদন! হলধর! প্রাতঃসন্ধ্যার কাল সমুপস্থিত হ'য়েছে, এক্ষণে আপনারা অনুমতি দিন্ আমি ঐ সম্মুখস্থ যমুনায় স্নান ক'রে ইষ্টপূজা করিগে।

কৃষ্ণ। অক্রূর! আমাদের ছেড়ে ইষ্টপূজা ক'র্‌তে যাবে? আচ্ছা যাও।

[অক্রূরের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

যমুনা।

সহসা যমুনার জলে কৃষ্ণমূর্ত্তি।

(অক্রূরের প্রবেশ।)

অক্রূর। গীত।

মরি, একি একি শোভা সলিল ভিতরে।
হেরে পুলকে প্রাণ শিহরে॥
যেন তড়িত জড়িত বিম্বিত নব নব-জলধর নীলাম্বরে।
কিবা ধ্বজবজ্র আদি চিহ্ন চরণে,

মধুকর জিনি নূপুর রোলনে রে ;
কটিতটে বেড়ি পীতধড়া,
বাজে কিঙ্কিণী তার উপরে, বাজে কিঙ্কিণী তার উপরে ॥

কিবা নাভি-সরোবরে সরোজ সুন্দর,
তাহে মধু পিয়ে বসিয়ে ভ্রমর ;
(নয়ন দেখ্‌রে, দেখ্‌রে, দেখ্‌রে চেয়ে,)
বিশাল উরসে রতন যুগল,
ভৃগু-পদ-ছাবা শোভেরে, কিবা ভৃগু-পদ-ছাবা শোভেরে ॥

কিবা করী-কর করে বলয় কেয়ূর,
কর্ণের কুণ্ডল বাজে সুমধুর রে ;
গলে লম্বিত বন-ফুল-হার,
মোহন-বাঁশরী অধরে, কিবা মোহন-বাঁশরী অধরে ॥

কিবা খঞ্জন-গঞ্জন নয়নে অঞ্জন,
তিল-ফুল-নাশা তিলক শোভন ;
(ও মন, নয়ন হেরে নয়ন সফল হ'ল রে,)
অলকা ঝলকে ললাট মাঝারে,
ময়ূর-মুকুট শিরোপরি, কিবা ময়ূর-মুকুট শিরোপরি ;
হেরি রথের উপরে শ্যাম-নটবর,
(আবার) নব-জলধর জলের ভিতর রে ;
একাধারে হরি বহুরূপ ধর,
ভ্রান্তি হর হে হরে— মনোভ্রান্তি হর হে হরে ॥

(আমায় শান্তি দাও)
(শান্তি নিকেতন, আমায় শান্তি দাও)
(মনের ভ্রান্তি হরে আমায় শান্তি দাও।)

কৃষ্ণ। কেমন অক্রূর! তোমার ইষ্ট পূজা হ'য়েছে? এখন চল, মথুরায় যাই।

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(নাগরিকগণ।)

১ম।—ওরে, পালা—পালা—পালা; বাইরে হা—মা—কা!

২য় —হা, মা, কা কিরে? বল, ভেঙে বল।

১ম।—ওরে, হাতে—হাতে—

২য়।—হাতে কি?

১ম।—হাতে, মা।

২য়।—হাতে, মা কি?

১ম।—হাতে মাতা।

২য়।—হাতে, মাতা কি?

১ম।—হাতে মাতা কেটেছে।

২য়।—কেরে—কার?

১ম।—একটা কালকুটে ছেলে।

২য়।—কার, কার মাতা কেটেছে?

১ম।—রাজার ধোপার হাতে মাতা কেটেছে।

২য়।—কেন, হাতে মাতাই বা কাট্‌লে কেমন ক'রে?

১ম।—কে জানে ভাই, কথায় কথায় ঝকড়া ক'রে এই শুধু হাতে টকাৎ ক'রে মুণ্ডুটা উড়িয়ে দিলে। আর ভাই, ছেলেটা দেখ্‌তে এমনি গেঁটে গুঁটে বিধঘুটে কালো, দেখলেই বোধ হয় যেন যমের বাচ্ছা! আবার তার সঙ্গে একটা ধবল কুটে ছেলে যুটে, ঝুটোপুটী ক'রে যারে পাচ্চে মেরে ধ'রে হাড় গুঁড় ক'রে দিচ্চে,—আর যা পাচ্চে, তাই লুটে পুটে নিচ্চে।

২য়।—বলিস্ কি! আশ্চর্য্যের কথা যে! মহারাজ কংসের রাজধানী, দিনরাত দুরন্ত দৈত্যে পাহারা দেয়, আর দুটো ছোঁড়া এসে কি না সহরটা লণ্ড ভণ্ড ক'র্‌চে, আর কেউ কিছু বল্‌চে না?

১ম।—সহর কোটাল তার দলবল নিয়ে গোলযোগ দেখে কিছু মার্‌বার চেষ্টায় এগিয়ে ছিলেম বটে; কিন্তু হাতে মাতা কাটা দেখেই আমাদের মত ভোঁ দৌড় দিলে।

৩য়।—হাঁ, তা ওঁদের ও গুণটী বেশ। ওরা ভাল মানুষের যম, নরমের বাঘ; শক্ত লোকের সাম্‌নে বড় এগোন্ না।

(চতুর্থ নাগরিকের প্রবেশ।)

৪র্থ। ওরে সর্ব্বনাশ কর্‌লে,—সর্ব্বনাশ কর্‌লে! রাজার সেই কুঁজো দাসী ছুড়িকে এক টীপনে দোরস্ত ক'রে দিয়েছে। আমি দেখ্‌লেম, সে সিদে হ'য়ে দিব্বি সটান্ চ'লে যাচ্চে।

৩য়।—ও ভাই, আবার দেখ্ দেখ্, মস্তারাম সর্দ্দার রক্ত-গঙ্গা হ'য়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এই দিকে আস্‌ছে। ও কি বলে শোন্।

২য়।—উঃ, তাই তো! সাক্ষাৎ যমের ন্যায় এই ভীম-পুরুষের এ হাল কর্‌লে কে?

(মস্তারামের প্রবেশ।)

মস্তা।—প্রাণ যায়—প্রাণ যায়! বে-দরদে মেরেছে, বাবা রে খুন্ করেছে!!

৩য়।—কি বীরবর! তোমার এমন দশা কোর্‌লে কে?

মস্তা।—রামকৃষ্ণ বোলে ব্রজের দুটো বোম্বেটে ছেলে একবারে নাস্তা নাবুদ ক'রে ফেলেছে! কালকেতু, ধূমকেতুকে আর বড় বড় মালেদের চুর্ করে যমের বাড়ী পাঠিয়েছে! যজ্ঞি বাড়ীর সেই মস্ত লোহার হর-ধনু খানাকে এক আছাড়ে টুক্‌র টুক্‌র ক'রে ফেলেছে! শুধু আমি দুই একটা পাপড় খেয়ে গোলের মধ্যে দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছি। এখন যাই বাবা, মহারাজকে খবর দিইগে। তিনি যা হয় একটা শিগ্‌গির ব্যবস্থা করুন, নইলে সারা সহর এখনি ছারখার ক'র্‌বে।

[প্রস্থান।

৪র্থ। বুঝেছ তো ব্যাপারখানা কি? আর রক্ষা নাই। ভূ-ভারহারী গিরিধারী মথুরায় আগমন ক'রেছেন। তাঁর বিক্রমের কথা তো শুনেছ? শৈশবে শিশু-ঘাতিনী পূতনা রাক্ষসীকে নিহত ক'রেছিলেন, জামল-অর্জ্জুন ভঙ্গ ক'রেছিলেন,

তৃণবর্ত্তাদি অসুরদের বধ ক'রেছিলেন, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত অবহেলে কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে ধারণ ক'রেছিলেন। তাঁর অগ্রজ হলধরও অমিত বলশালী, তিনি বিক্রম কেশরী দৈত্যদের অবলীলাক্রমে নিধন ক'রেছেন। এতদিনের পর সেই যুগল বীরেন্দ্র কেশরী, যাদবের প্রতি দয়া ক'রে কংস কুঞ্জর মথন ক'র্‌তে আগমন ক'রেছেন তার আর সন্দেহ নাই। আহা, দীননাথ বোধ হয় পিতা মাতার নিগ্রহ শুনে মর্ম্মপীড়িত হ'য়ে তাঁদের দুঃখ মোচনের জন্য আগমন ক'রেছেন। চল ভাই, চল, সকলে রাজপুরীর দিকে গমন ক'রে সেই মূরতি যুগলকে দর্শন ক'রে নয়ন মন সফল করিগে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(কংস।)

কংস। কৈ কৈ; এ বালকদ্বয় কে? এদের অসহ্য তেজ—অমিত বল—দুর্জ্জয় প্রভাব, আর সহ্য হয় না; আমায় অভিভূত কর্‌লে! পূর্ব্বে এই বালকদ্বয়ের কথা উপকথা মনে করতেম; দুর্দ্দান্ত কেশী-দানব-নিধন, শূন্যহস্তে বস্ত্র-রঞ্জকের মস্তক ছেদন, বিশাল শৈব-ধনুর্ভঙ্গে আমার অন্তস্থল পর্য্যন্ত যে কম্পিত ক'রে তুল্লে! এরা কথনই মানব নয়, দৈববাণী নির্দ্দিষ্ট আমার করাল কৃতান্ত!! ওকি,—ওকি—ভয়ানক বিভীষিকা! কে ওই ভয়ঙ্করী ভীমা রক্ত-জবা-মালা পোরে তৈলাক্ত কলেবরে

উলঙ্গিনী হ'য়ে বার বার আমার সম্মুখে গমনাগমন ক'রছে? ওহো! একি, একি! সহসা দ্বাদশ সূর্য্য প্রকাশিত হ'য়ে ত্রিভুবন দগ্ধ ক'র্‌তে উদ্যত হ'ল যে! পাদপরাজি যে উজ্জ্বল কাঞ্চন বর্ণ ধারণ ক'রে আমার নয়ন যুগল ঝলসিত ক'রে দিলে! আমি কি জাগ্রত, না স্বপ্ন দর্শন ক'রছি? ওহো,—কি ভয়ানক শ্মশান দৃশ্য! শত শত কবন্ধকগণ সনে আপনিও যেন শূন্য মস্তকে নৃত্য ক'র্‌চি! একি, একি! গাত্রে যে সহস্র সহস্র ভয়ানক ছিদ্র লক্ষিত হচ্চে! অঁ্যা,—অঁ্যা! এ আবার কি! শত শত জরায়ু আমার সম্মুখে পশ্চাতে অন্তরীক্ষে পদতলে বিকট মুখ-ভঙ্গি ক'রে বার বার তীব্র দৃষ্টিতে আমায় নিরীক্ষণ ক'র্‌চে! আর সহ্য হয় না,—আর সহ্য হয় না! যাই,—যাই! একি,—একি! নৃমুণ্ড-মালা-ধারিণী করাল-বদনা ওই অসি হস্তে আমায় বিনাশ ক'র্‌তে অগ্রসর হচ্চেন! যাই, যাই, পালাই! কোথা যাব, কোথা যাব! চারিদিক হ'তে যে আমায় আক্রমণ ক'র্‌লে! রক্ষকগণ! সৈন্যগণ! শীঘ্র এস, শীঘ্র এস! রক্ষা কর, রক্ষা কর! হত্যা ক'রলে! হত্যা কর্‌লে! নির্দ্দয় প্রহারে হত্যা ক'র্‌লে!!! আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর। কে এ, কে এ? দ্বিভুজা—চতুর্ভুজা—অষ্টভুজা!! বিন্ধ্যাচল! ওকি! শিখর দেশে অষ্টভুজা মূর্ত্তির অট্ট হাসি! কি বজ্র-কঠোর স্বরে আমায় ধিক্কার দিচ্চে! কর্ণ! বধির হও,—বধির হও, আর শুন্‌তে পারিনে,—শুন্‌তে পারিনে! তবুও বল্‌বে? আচ্ছা বলো! কি,—কি! আমার বধ-কর্ত্তা নন্দালয় হ'তে হেথা আগমন ক'রেছে?—ভালই হ'য়েছে। বেস্‌—বেস্‌, আমি আজ তাকে বিনাশ ক'রে তোর তীব্র তিরস্কারকে তাচ্ছল্য

কোর্ব। রক্ষকগণ! রক্ষকগণ! শীঘ্র হস্তীপালককে কুবলয়া-পীড়ের সহিত রঙ্গালয়ের তোরণে অবস্থান ক'রতে বলগে, যেন রামকৃষ্ণ আস্‌বামাত্র তাদের বধ করে। আর চাহুর মুষ্টিক, সল তোসলক প্রভৃতি মল্লগণকে উপস্থিত থাক্‌তে বলগে, আর সৈন্যগণকে সশস্ত্রে চতুর্দ্দিক বেষ্টন ক'র্‌তে বলগে, যেন ঈঙ্গিতমাত্র রামকৃষ্ণ নিহত হয়। না, না, আমি স্বয়ং গিয়ে সমস্ত আদেশ ক'র্‌চি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কারাগার।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ বসুদেব দেবকী।)

নেপথ্যে। সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে, সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে! রাজাকে বধ ক'র্‌লে, রাজাকে বধ ক'র্‌লে! হায় হায়, ভোজবংশ ধ্বংস হ'লো! ওরে কে আছিস্, শীঘ্র আয়! কি ভয়ঙ্কর, কি ভয়ঙ্কর অত্যাচার! কি নৃশংস ব্যবহার।

২য় নেপথ্যে। ওরে মেরে ফেল্লেরে, মেরে ফেল্লে, গেলুম রে!

দেবকী। একি দেব! একি, আচম্বিতে এ ক্রন্দনধ্বনি কেন উঠ্‌লো? মল্লগণের কোলাহলে ও আর্ত্তনাদে সমস্ত ভুবন পরি-পূরিত হ'ল! তাইতো, তাইতো! দুরাচার কংস কি পিতা উগ্রসেনকে বধ ক'র্‌লে? কি সর্ব্বনাশ! দেব! কি হবে?

কি হবে ? হায় ! পাপিষ্ঠ আমার সন্তানগুলিকে বিনষ্ট ক'র্‌ছে, তোমাকে ও আমাকে লৌহ-নিগড়ে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে, তাতেও তো মনে এত কষ্ট হয় নি ! জগদীশ্বর ! বার বার কত যন্ত্রণা সহ্য কোর্‌ব ? মধুসূদন ! অভাগিনীর কষ্টের কি আর শেষ হবে না ? হায়, আর যন্ত্রণা সহ্য কোর্‌তে পারিনে, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, আমি অবসন্ন হ'লেম ।

বসুদেব। দেবি ! অসুর-রাজের পাপ ভারে পৃথিবী অধীরা হ'য়েছেন, তাই ঘন ঘন ভূ-কম্প হ'চ্চে। ঐ দুরাচারের অত্যাচারে যাদব, ভোজ, অন্ধ প্রভৃতি সমস্ত লোক দিবা-রাত্র রোদন কোর্‌চে ; বোধ হচ্চে পাপিষ্ঠ কংস কোন নূতন অত্যাচারে প্রবৃত্ত হ'য়েছে। যাই হ'ক্, অনর্থক রোদন ক'রে আর ফল কি ? বরং কাতরস্বরে মধুসূদনকে একবার ডাক ।

দেবকী। দেব ! তিনি যখন প্রতিশ্রুত হ'য়ে আমাদের দুঃখ মোচন ক'র্‌চেন না, তখন নিশ্চয় বোধ হচ্চে যে, আমাদের ভুলে গেছেন।

বসুদেব। না দেবি, তিনি ভক্তবৎসল ! কায়মনোবাক্যে একবার ডাক্‌লেই তিনি এসে আমাদের দুঃখ মোচন ক'র্‌বেন।

দেবকী।   গীত।

কোথা ব্যাথা-হারি মধুসূদন ।
কাতরে ডাকে দেবকী, কর কারবন্ধন মোচন ॥
আয়রে কৃষ্ণ একবার আয়,
তোরে দেখ্‌লে কষ্ট দূরে যায়,
(একবার দেখে যা, আয়রে দশা একবার দেখে যা)

মোদের প্রাণ যায় যে যাতনায়,
(আর সহেনা, প্রাণের বেদনা যে আর সহেনা,)
এসে ত্বরা কর দুঃখ বিমোচন ॥

একি! সহসা অমৃতময়ী স্নিগ্ধ জ্যোতিতে কারাগৃহ যে আলোকিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

(কৃষ্ণ, বলরামের প্রবেশ।)

(সহসা উভয়ের শৃঙ্খল মোচন।)

দেবকী। অঁ্যা,—অঁ্যা! কে আমার দারুন বন্ধন মোচন কোরে দিলে! আহা আহা, অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌরভে প্রাণ যে পুলকিত হ'ল! একি—একি নাথ!

বসুদেব। দেবি! আজ আমাদের সুপ্রভাত, আর ভেবনা, হের হের একবার, ওই শ্যামল-ধবল যুগলরূপ ঈষৎ বামে হেলে দাঁড়াল। তুমি শয়নে, স্বপনে, মনে, জ্ঞানে, ধ্যানে যাঁরে নিয়ত ভাব্‌তে, সেই কৃষ্ণ যদি ভাগ্যক্রমে এল, চল চল আমরা কোলে করিগে।

দেবকী। অঁ্যা—কে আমার কৃষ্ণ?—দুখিনীর ধন রামকৃষ্ণ? আমার নয়নেরমণি রামকৃষ্ণ? আয় আয়রে কৃষ্ণ! আমার কোলে আয়, চাঁদমুখে একবার আমায় মা বোলে ডাক্, অভাগিনী হৃদয়ের তাপ নিবারণ কর্।

বসুদেব। হাঁরে বাপ, রামকৃষ্ণ! পাপ কংসের ভয়ে গোপনে তোদের নন্দালয়ে রেখে এসেছিলেম বোলে কি আমাদের এত কষ্ট দিতে হয়?

কৃষ্ণ। মা—মা! আর কেঁদনা, আমি তোর দুঃখ মোচন কর্‌বার জন্য আমার সাধের বৃন্দাবন ছেড়ে এসেছি, পাপ কংসকে নিধন ক'রেছি; আর তোমাদের কোন ভয় নাই, এখন চল মা ঘরে চল।

দেবকী। অ্যাঁ—কি বল্লি বাপ!—কি বল্লি বাপ! পাপ কংস নিধন হ'য়েছে?

বলরাম। মা গো! এই গিরিধারী সেই কংস-কুঞ্জরকে নিধন ক'রে মথুরায় শান্তি সংস্থাপন ক'রেছে।

দেবকী। তবে চল বাপ, ত্বরায় রাজপ্রাসাদে যাই, তোদের ক্ষীর, সর, নবনী খেতে দিইগে। দুর্জ্জয় অসুরের সঙ্গে বিবাদ ক'রে কত কষ্ট পেয়েছ, আহা, মুখখানি শুখিয়ে গেছে; চল্ বাপ, বিরাম ভবনে গিয়ে শ্রান্তি দূর কোর্‌বি চল্।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর গৃহ।

(বসুদেব, দেবকী, কৃষ্ণ, বলরাম।)

কৃষ্ণ। মা গো! আজ প্রভাতে নন্দগোপকে বিদায় দিতে গমন কোর্‌ব।

দেবকী। না বাছা, তোকে আর গোপরাজের নিকট যেতে দেব না। তাঁরে দেখ্‌লে, গোপালগণকে দেখ্‌লে, যশোদাকে তোর মনে পড়ে আমাদের সকলকে ভুলে যাবি, মথুরায় থাক্‌তে তোর আর মন লাগ্‌বে না; অম্‌নি বৃন্দাবনে চোলে যাবি।

বসুদেব। না দেবি! তুমি আর সে ভয় ক'র না, কৃষ্ণ তোমায় পরিত্যাগ ক'রে আর বৃন্দাবনে যাবে না। কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা শেষ হ'য়েছে। এখন স্বচ্ছন্দে তুমি নন্দ-বিদায় কোর্‌তে অনুমতি দিতে পার।

দেবকী। যাদুমণি! তবে তোমার পিতাকে আর বলভদ্রকে সঙ্গে নিয়ে সসম্মানে গোপরাজকে বিদায় দাওগে; দেখ বাপ, যেন আবার মায়ায় বিমোহিত হ'য়ে তোদের এ দুঃখিনী জননীকে ভুলে থেক না।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মথুরার অদূরস্থ রাজপথ।

(নন্দ, উপানন্দ, সানন্দ, গোপগণ, শ্রীদাম, রাখালবালকগণের প্রবেশ।)

১ম গোপ। আর ভাল লাগে না, চটক্ ভেঙেছে; ভড়ঙে আর ভেবরোব না আর ভেবরোব না। বাবা, রাস্তার দু-ধারে ঘ্যাঁসাঘেঁসি ঠেসাঠেসি বাড়ী দেখে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, যে দিকে চাই কেবল ঠসক্ ঠমক্! যেখানে যাই, আসলে ফক্কা, কেবল নকল নিয়ে গুলজার ক'রে বেড়াচ্ছে! দেখে আক্কেল গুড়ুম হ'য়েছে! আর ভাত হজম হয় না, এখন পালাতে পাল্লে বাঁচি।

২য় গোপ। এর চেয়ে আমাদের ভাই বন বাদাড়ের দেশ

চের ভাল। আহা, সেখানে খেতের ধান, গাছের ফল, ঘরের গেয়ের দুধ আর যমুনার ঠাণ্ডা জল, তাতেই আমাদের পেট ঠাণ্ডা হয়—মনও ঠাণ্ডা হয়। মণ্ডা মেঠায়ের মুখে ছাই! আহা, চারিদিকে তুলসীর বন গন্ধে আমোদিত করে, তাতে আবার সারি সারি কেয়ারি করা গাছে রকম রকম ফুলে ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর বসে গুণ্ গুণ্ ক'রে সারাদিন ঝঙ্কার দেয়! ডালে ডালে নানা রঙের তরো-বেতরো পাখী রঙিন সুরে রাতদিন কত মধুর গান গায়! ঝাঁকে ঝাঁকে হরিণের দল ফুর্ত্তি ক'রে চারিদিকে লাফিয়ে বেড়ায়! সারি সারি ময়ূর ময়ূরী পাথম্ ধরে নেচে মাৎক'রে দেয়! সে সকল দেখ্‌লে, সে গান শুন্‌লে প্রাণ গলে যায়। তার কাছে কি আর সহরের ভড়ঙের ভেল্‌কি লাগে?

সানন্দ। ওরে, সে শোভা—সে সৌন্দর্য্য শুধু আমাদের কৃষ্ণের জন্য। বৃন্দাবনের রজে তাঁর পদচিহ্ন রঞ্জিত থাকে, তাতে আবার মোহন-বাঁশরীর অমৃত গানে পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা-পাতা, নদী প্রভৃতি বিমোহিত, সর্ব্বদা আনন্দে স্থানটীকে পরিপূরিত রাখে। ভাই, এখন বরং দৌড়ে গিয়ে কেউ দেখে আয় দেখি, কৃষ্ণ অভাবে বৃন্দাবন কি ভাবে আছে?

উপানন্দ। মহারাজ! সানন্দ যা বল্‌ছে তা সত্য বটে। আমরা রামকৃষ্ণকে ল'য়ে সকলেই নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে এসেছি, এখন ব্রজপুরীর অবস্থা মনে হ'লে, প্রাণ বিদীর্ণ হয়। চলুন—চলুন, সত্বর রামকৃষ্ণকে লয়ে বৃন্দাবনে গমন করি, এখানে অবস্থান ক'র্‌তে আর ইচ্ছা হচ্চে না। বিশেষতঃ সেখানে আমরা প্রতিনিয়ত রামকৃষ্ণকে দেখে আনন্দে নিমগ্ন থাকি, এখানে

কৃষ্ণকে না দেখ্‌তে পেয়ে প্রাণ আরো উতলা হ'য়ে উঠেছে, আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না, ত্বরায় রামকৃষ্ণকে নিয়ে ব্রজধামে চলুন।

নন্দ। রামকৃষ্ণ অসুর-রাজ কংসকে নিধন ক'রে অবধি আমাদের কাছছাড়া হ'য়েছে, তাতেই আমাদের প্রাণ আরো কাতর হয়েছে; আজ তারা আমাদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে ব্রজধামে গমন ক'র্‌বে, আমি সেই জন্যই তোমাদের সকলকে নিয়ে এইখানে অপেক্ষা কর্‌চি; কিন্তু তাদের বিলম্ব দেখে আমি বড় উৎকণ্ঠিত হ'য়েছি, আর স্থির থাক্‌তে পার্চি না। তোমরা এই স্থানে কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি কর, আমি একবার অগ্রসর হ'য়ে দেখি আমার রামকৃষ্ণ কোন স্থান দিয়ে কিরূপে আগমন কোর্‌ছে।

[প্রস্থান।

বালকগণ। গীত।

ঘুচিল সকল চিন্তা, ঐ আস্‌ছে মোদের চিন্তামণি।
কি বলে শোন্‌রে ভাই, বলাই দাদার ধরে হাত দুখানি॥
কতদিন মোদের দেখে নাই, বুঝি তাই বা বলিছে কানাই॥
চল্ চল্ চল্ একটু সরে দাঁড়াই,
কৃষ্ণ কি বলে ভাই, আয় মোরা শুনি॥

(কৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। ভাই, আজ পিতা নন্দকে—গোপগণকে ও ব্রজবালকগণকে বিদায় দিতে আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হচ্চে! এরা সকলেই প্রাণ অপেক্ষা আমায় ভালবাসে, আমি এদের স্নেহ—এদের ভালবাসা কখনই ভুল্‌তে পার্‌ব না।

শ্রীদাম। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ! ভাই! কি বোল্‌ছিলি? তুই কি আর বৃন্দাবনে যাবিনি? না ভাই, ত্বরায় ব্রজধামে চল্‌, আর মথুরায় বিলম্ব কোরিস্‌নি, মা যশোদা তোর পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তোরা দুই ভাই যে অবধি নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে এসেছিস্‌, বোধ হয় তিনি সে অবধি অন্ন জল গ্রহণ না ক'রে কেবল গোপাল গোপাল ব'লে পাগলিনীর মত কাঁদ্‌ছেন্‌!

কৃষ্ণ। শ্রীদাম রে! ভাই! তুই তো সকলি জানিস্‌, শ্রীরাধাকে অভিশাপ দিয়েছিল্‌ যে, শত বর্ষ আমা ছাড়া হ'য়ে থাক্‌বে, তাই তোর মান রাখ্‌বার জন্য আমি আর বৃন্দাবনে যাব না। তুই ভাই, পিতা নন্দকে বুঝিয়ে সাবধানে ব্রজধামে নিয়ে যা।

শ্রীদাম। গীত।

হায়, হায়, হায়, কেন হেন নিদারুণ বাণী,
বল্‌ রে ও ভাই কানাই।
কেন মিছে ছল ক'রে ব্রজে যাবি নাই॥
হ'লে মোর শাপে, রাধার দুর্গতি,
অপরাধি আমি হবো যে ভাই॥
অপমান হ'লে তোমা ধনে পাই,
মান করিলে তোমারে হারাই;
(একি বিপদ হ'ল রে, কানাই, একি বিপদ হ'ল ভাই,
না ভাই, তা তো হবে না, আমরা তোরে ছেড়ে যাব না
তা হ'লে প্রাণ রবেনা, কানাই, চরে বৃন্দাবনে যাই॥
মা যশোদার দোহাই॥

১ম গোপ। কৃষ্ণ রে, নন্দ-দুলাল! কি বল্লি, আর তুই ব্রজে যাবিনি? মধুসূদন! তুই আমাদের বার বার নানা বিপদ হ'তে রক্ষা ক'রে, শেষে মহা বিপদে ফেলে কেন তোর নামের মাহাত্ম্য ঘুচাবি? গোপাল রে! আমরা সম্পদে, বিপদে, সুখে দুঃখে তোরে না দেখে—তোরে না ডেকে যে কোন কাজ করিনি! তবে তোরে ছেড়ে আমরা ব্রজে গিয়ে কেমন ক'রে প্রাণ ধারণ কোর্‌ব?

২য় গোপ। কৃষ্ণ রে! রাজা কংস অত্যাচারী হ'য়েছিল বোলে, তুই তোর সাধের ব্রজ পরিহার ক'রে—মথুরায় এসে—তারে বধ ক'রে তোর মথুরার অনুগত জনেদের রক্ষা কোর্‌লি; কিন্তু আমরা যে তোর পিতা নন্দের ভৃত্য, তোর অনুগত, আমরা এমন কি দোষ করেছি যে, আমাদের প্রাণ বিনাশ কোর্‌বি?

কৃষ্ণ। সে কি গোপগণ! তোম্‌রা আমার আত্মীয়, অনুগত, সুহৃদ, ভক্ত, আজ্ঞা-বহ, তোমাদের আমি কেন বিপদে ফেল্‌ব? তোমাদের মঙ্গলের জন্যই মথুরায় থাকৃব।

৩য় গোপ। কৃষ্ণ রে! কেন ছলনা ক'রে আমাদের ভুলাবার চেষ্টা কচ্ছিস? তুই ব্রজে না গেলে, আমাদের সকল কাজই ফুরিয়ে যাবে। অন্ন বিনে ছন্ন হ'য়ে সকলে মারা যাব। আমরা গোপজাতি, অন্য কোন উপায় জানিনে, গোধনই আমাদের সম্বল ও বল। তোর এই নটবর বেশ না দেখ্‌লে, মধুর নূপুরধ্বনি না শুন্‌লে—সংসার মাতান মোহন-বাঁশীর রব না হ'লে ধেনুরা কি আর তৃণ জল খাবে?—বৎসেরা কি আর নেচে নেচে তাদের কাছে যাবে?—না তারাই শান্ত

হ’য়ে দুগ্ধ দেবে ? দুগ্ধ না পেলে গোপরাজই বা কিজন্য আমাদের প্রতিপালন ক’র্‌বেন ? তিনি রাগ ক’রে ক্রমে কংসের চেয়েও অত্যাচারী হবেন, আমাদের ভৎর্সনা ক’র্‌বেন, তিরস্কার ক’র্‌বেন, শেষে অপমান ক’রে তাড়িয়ে দেবেন। তা হ’লেই আমরা অন্ন বিনে ছন্ন হ’য়ে সকলে মারা যাব। তাই বল্‌ছি, কৃষ্ণ রে! তোর মনে যদি এতই আছে, তা হ’লে বল, আর আমরা বৃন্দাবনে যাইনি, তোর নাম ক’র্‌তে ক’র্‌তে বিজন বনে গিয়ে কাঁদিগে।

কৃষ্ণ। গোপগণ! গোপগণ! তোমাদের সে ভয় করতে হবে না, আমি তার উপায় স্থির ক’রেছি। ধেনুগণ যখন তৃণ জল ছোঁবে না, দুগ্ধ দেবে না, তখন তোমরা কায়মনচিত্তে আমাকে ডেক, তখনি আমি তাদের কাছে উপস্থিত হোয়ে মোহন-বাঁশী বাজিয়ে নূপুরধ্বনি শুনিয়ে তাদের সান্ত্বনা কোর্‌ব। তা হ’লেই তারা তৃণ জল খাবে, আর যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ দেবে। তা হ’লে তোমাদেরও কোন ভয় থাক্‌বে না।

১ম গোপ। গিরিধারি! তোর কথা যে আম্‌রা কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনি। তুই বোল্‌ছিস ব্রজে যাবিনি, আর আমরা ব্রজে ব’সে কায়মনচিত্তে ডাক্‌লে তবে কেমন ক’রে তখন উপস্থিত হবি ?

কৃষ্ণ। গোপগণ! আমি কি আমার সেই সাধের ব্রজপুরী ছেড়ে অন্য কোথায় এক মুহূর্ত্ত থাক্‌তে পারি ? শুধু শ্রীদামের মান রাখ্‌বার জন্য তোমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হব না কিন্তু ব্রজধামের পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ আদি সকলেই আমাকে দেখ্‌তে পাবে। তোমরাও একান্তচিত্তে চক্ষু মুদিত ক’রে

আমায় ডাক্‌লে তোমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হব। আমার নূপুরধ্বনি ও মোহন-বংশীর ধ্বনি সর্ব্বদা শুন্‌তে পাবে।

উপা। গোপাল রে! হাঁ বাপ! শ্রীদামের মান রাখ্‌বার জন্যে তুই ব্রজে যাবিনি; কিন্তু ব্রজে না গেলে তোর মা যশোদার যে প্রাণ যাবে তা কি তুই একবার ভাবছিস্‌নি? হায়, নন্দরাণীর যে তুই অঞ্চলের নিধি, নয়নের মণি। তুই চোখের আড় হ'লে তিনি যে পাগলিনীর ন্যায় চারিদিকে গোপাল কৈ! গোপাল কৈ! বলে ছুটে বেড়ান! তোরে যখন রামের সাথে অক্রূরের রথে ব্রজের পথে দেখে হাহাকার ক'রে ভূমে পড়ে ক্রন্দন করেন, আমি তখন তোরে মথুরা হ'তে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাব বোলে তাঁর মাথায় হাত দিয়ে ত্রিসত্য ক'রে এসেছি, বাপ্‌রে! তুই না গেলে আমি কেমন ক'রে তাঁর কাছে মুখ দেখাব? কৃষ্ণ রে! তুই যেমন তোর সখার মান রাখ্‌বার উপায় কোরেছিস্‌, তেম্‌নি তোর পিতা মাতারও আমাদের প্রাণ রাখ্‌বার উপায় বোলে দে।

কৃষ্ণ। আমাতেই মন প্রাণ সমর্পণ কোর্‌লে প্রাণ রক্ষা হ'বে।

২য় গোপ। কৃষ্ণ রে! আচ্ছা তা যেন হ'লো; কিন্তু তোর বাপ মার চেয়েও যে আমাদের আর একটী বিশেষ দুঃখ হ'বে, সে দুঃখ মোচনের কি উপায় কোর্‌বি বল দেখি?

কৃষ্ণ। গোপালগণ! আমা বিহনে পিতা নন্দ আর মা যশোদার দুঃখের চেয়েও তোমাদের মনে এমন কি দুঃখ হ'বে বল্‌ দেখি?

২য় গোপ। কৃষ্ণ রে! তোর পিতা নন্দ আর মা যশোদা

তো বিনে তো অচেতন হ'য়ে থাক্‌বে, তাদের মনের তো আর কোন কাজ থাক্‌বে না যে, দুঃখ বোধ কর্‌বে ; কিন্তু আমরা প্রতিদিন যখন ননী তুল্‌ব, তখনি আমাদের কৃষ্ণ এই ননী খেতো এই মনে ক'রে যে প্রাণ ফেটে যাবে; এখন বল্ দেখি কৃষ্ণ, সে কষ্ট আমাদের কিসে দূর হ'বে ?

কৃষ্ণ। তোম্‌রা চক্ষু মুদিত ক'রে একবার মাত্র মাখনলাল বোলে ডাক্‌লেই আমি গিয়ে ননী খাব। দেখ, গোপগণ! আমায় ডেকো,—আমায় খেতে দিও ; তোম্‌রা যদি আদর ক'রে আমায় না খেতে দাও, তা হ'লে আর আমি খেতে পাবনা।

শ্রীদাম! রাখালরাজ! ভাই! তুই যদি নিদয় হ'য়ে একান্তই বৃন্দাবনে না যাস্, তবে আমাদের এই মিনতি রাখিস্, সেখানে আর যেন নবীন মেঘের উদয় না হয়।

কৃষ্ণ। কেন ভাই শ্রীদাম! নবীন মেঘের উদয় হ'লে তোদের কি হানি হ'বে ?

শ্রীদাম। কানাই রে! নবীন মেঘ দেখ্‌লে তোর এই নব-জলধররূপ মনে পোড়ে আমাদের প্রাণ ফেটে যাবে! না ভাই, তা কখনই হ'বে না কখনই হ'বে না! ঐ অদূরে পিতা নন্দ তোর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁকে গিয়ে এই কথা বলিগে যে কৃষ্ণ আর বৃন্দাবনে যাবে না। [প্রস্থান।

(নন্দের সহিত শ্রীদামের পুনঃ প্রবেশ।

নন্দ। গীত।

কি শুনিনু, বাপরে ও নীলমণি,
তুই নাকি ব্রজে ফিরে আর যাবিনি।

(বাপ্ রে) একেবারে হনু অনাথ,
শুনে তোর এ নিঠুর বাণী ॥
আমার হৃদে যে হানিলি বজ্রঘাত।
প্রাণে লাগ্‌ল দারুণ আঘাত ;
(বড় বাজিল, বাজিল, প্রাণে আঘাত বড় বাজিল বাজিল,
ত্বরা চরে ও ব্রজনাথ !
এমন কথা আর বোলো না, ওরে যাদুমণি ॥

কৃষ্ণ। গীত।

স্নেহময় পিতা, রাখ রাখ কথা,
আমার সকল অপরাধ পরিহর।
দৈব-শান্তি তরে, রব মধুপুরে,
সাধের ব্রজধামে এখন যাব না গো আর ॥

নন্দ। গীত।

(ওরে) তুই যে আমার নয়ন-মণি,
আমি তোমা ধন বিনে আর না জানি ;
হ'লো এই কিরে তোর উচিত বাণী ॥
আমি হৃদয় মাঝারে তোর ও মূরতি,
আরাধনা করি নিতি নিতি ;
(কিছু জানিনা জানিনা, বাঁকামূরতি বিনে জানিনা,)
(আর) কারো করিনা উপাসনা ;
(পেয়ে তোমা ধনে ও নীলকান্তমণি,)
যখন গোপাল কই, গোপাল কই,

বোলে আস্‌বে নন্দরাণী ;
(তখন) কি দিয়ে তুষিব তারে বলরে ও বাপ নীলমণি ॥

বলরাম। পিতঃ, কেন অবোধের মত কাঁদ্‌ছ ? তোমা ছাড়া আমরা তিলার্দ্ধ রবো না।

নন্দ। বলাই রে ! তোর কথার ভাব যে আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চিনি ? বাপ রে ! তোরা বৃন্দাবনে যাবিনি, আবার বল্‌ছিস্‌ যে, আমার কাছ ছাড়াও কখনো হবিনি, আমায় কি ভোলাবার জন্যে এ কথা বলছিস্‌ ? বাপ রে ! তুইও কি কৃষ্ণের মতন ছলনা কোর্‌তে শিখেছিস্‌ ?

বলরাম। না পিতঃ, আমি ছলনা কোরছি না। কৃষ্ণও ছলনা কোর্‌ছে না। যখন আমাদের দেখ্‌বার জন্য তোমার ইচ্ছা হবে, তখন নয়ন মুদে আমাদের একবারমাত্র ডাক্‌লেই আম্‌রা দুই ভাই তোমার কাছে যাব।

কৃষ্ণ। পিতগো ! একবার স্থির হ'য়ে ভেবে দেখ, কে তুমি ?—কোথায় ছিলে ?—কোথা থেকে এসেছ ?—কোথায় যাবে ? মায়ার সংসারে তো কিছুই নাই, সকলি স্বপ্নের মতন। এই স্বপ্ন ভেঙে, যখন আমি বই আর কিছুই নাই জীবের এই ধারণা হয়, তখন সেই যথার্থ আমাকে জান্‌তে পারে। আমি কখন কারো পিতা, কখন কারো মাতা, কখন কারো তনয়, কখন কারো দুহিতা। আমি এইরূপে প্রপঞ্চ জগতে বিচরণ করি। এখন পিতা বসুদেবের নিকট কিছু দিন অবস্থান কোরে আবার তোমার কাছে যাব।

নন্দ। গীত।

কি বলিলি যাদুমণি।
হ'লো বসুদেব পিতা তোর, এখন আমি হ'লেমরে পর;
প্রাণ ফেটে যায়রে শুনে তোর ও চাঁদমুখের বাণী॥
ওরে বুঝেছি বুঝেছি বুঝেছি গোপাল,
(আর আমায়) বুঝাতে হবেনা মাখনলাল।
আহা, সামান্য নবনী তরে,
রাণী বেঁধেছিল তোর যুগলকরে;
বুঝি তাই মনে অভিমান ক'রে গোকুলপানে আর চাবিনি॥
(যেতিস্) দূর বনে গোচারণে,
তোর সাধের শ্যামলি ধবলি সনে,
(কথা পড়ে কিনা পড়ে মনে,)
তাতে ক্লেশ বুঝি তোর হ'তোরে প্রাণে,
কিম্বা কষ্ট দিত ঐ রাখালগণে,
তাই বৃন্দাবনে আর যাবিনি;—
আমার বাধা ব'য়ে তোর ময়ূর চূড়া,
হ'য়ে গ্যাছে বামে ট্যাড়া;
কোর্‌বি সিদে বুঝি সেই মোহন চূড়া
ব্রজে তাইতে বুঝি আর যাবিনি;—
হ'লো মন যে চঞ্চল, ছাড়্ ছাড়্ ছাড়্ ছল্;
গোপাল সত্য ক'রে আমায় বল্,
তুই ব্রজে কেন আর যাবিনি॥

রাখালগণ। গীত।

তোরে ছাড়ি বংশীধারী কোথা বল করি গমন।
(ও ভাই আয় আয় তোর পায়ে ধরি,)
ব্রজমণি বিনেরে ভাই আঁধার হ'বে ব্রজ-ভুবন॥

নন্দ। গীত।

কি আর আছে বৃন্দাবনে গোপালরে তোবিনে।
তুই যে হৃদয়েরি ধন, ব্রজবাসীগণ
তোবিনে আঁধার হেরবে ত্রিভুবন ;
তোর তরে কোরবে রোদন,
গোপালরে সকলেই যে ক্ষুণ্ণমনে॥
(তুই কি জানিসনে জানিসনে,)
তারা জীবনে মরণে জানেনা তোবিনে॥

রাখালগণ। গীত।

আহা সবাকার শবাকার, ব্রজবালার হাহাকার।
(আহা) ভূমে প'ড়ে অনিবার,
আছে কমলিনী তোর অচেতন॥

া। গীত।

গোপাল কই ব'লে রাণী,
গোপালরে গোপালরে গোপালরে,
যবে কেঁদে মোরে সুধাইবে ;
তখন কি ব'লে আমি প্রবোধিব,
ব'লে দেরে ওরে নীলরতন॥
(কৃষ্ণধন, নন্দরাণীর অঞ্চলের ধন,)
(ব'লে দেরে ওরে নীলরতন,)
সে যে তো বিনে জানেনা, তো ছাড়া থাকেনা,
মায়ের বেদনা বুঝিলিনি।

আহা, কত পুণ্যফলে, পাইয়ে গোপালে,
পুনঃ হারাইল অভাগিনী ॥
তারে ফেলে কি ক'রে যাইব, তারে কি বোলে বুঝ
তাই ব'লে দেরে আমায় নীলমণি ॥
(কৃষ্ণধন, নন্দরাণীর অঞ্চলের ধন,)
(ব'লে দেরে ওরে নীলরতন,)

নন্দ। গীত।

যদি এলনা এলনা নীলরতন।
তবে চল পরিহরি এই মথুরার রাজ-ভবন ॥

রাখালগণ। গীত।

(থেকে কাজ নাই, কাজ নাই, ভাল লাগেনা লাগেন
(নিধুবন বিনে ভাল লাগেনা লাগেনা,)
(বিনে রাখালরাজ সঙ্গ ভাল লাগেনা লাগেনা,)

নন্দ। গীত।

শূন্য প্রাণ মনে, ব্রজবাসীগণে,
হাহাকার রোদনে ছাইয়ে গগন ;
চল, হরি হরি হরি বলি শূন্য বৃন্দাবন ॥
(আর গতি নাই, গতি নাই)
(হরিনাম বিনে গোপের গতি নাই, গতি নাই।

রাখালগণ। গীত।

(এই পুণ্য নাম ল'য়ে চল শূন্য বৃন্দাবন,)
(একবার হরি হরি হরি বলো ॥)

[কৃষ্ণ ও বলরাম ভিন্ন কাঁদিতে কাঁদিতে
বৃন্দাবনবাসীগণের প্রস্থান

যবনিকা পতন।